

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী প্রচার ; সুফল ও

সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া জাহান রুমি

রোলঃ ২৩১০০১২০১৯১

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী প্রচার ; সুফল ও

সীমাবদ্ধতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া জাহান রুমি

রোলঃ ২৩১০০১২০১৯১

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী প্রচার ; সুফল ও সীমাবদ্ধতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া জাহান রুমি, আইডিঃ ২৩১০০১২০১৯১ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী প্রচার ; সুফল ও সীমাবদ্ধতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুরাইয়া জাহান রুমি

আইডিঃ ২৩১০০১২০১৯১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ - ভূমিকা.....	8
১.১ বিষয়ের পটভূমি.....	8
১.২ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা (Significance and Relevance).....	9
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য.....	10
১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....	11
অধ্যায়-২ - ইসলামি দাওয়াহ ও আধুনিক প্রযুক্তি.....	12
২.১ ইসলামে প্রচার বা দাওয়াহর ধারণা ও গুরুত্ব.....	12
২.২ প্রচলিত দাওয়াহ বনাম ডিজিটাল দাওয়াহ.....	14
অধ্যায়-৩ - ডিজিটাল দাওয়াহর নীতিমালা.....	17
৩.১ দাওয়াহর ভিত্তি ও উদ্দেশ্য.....	17
৩.২ কন্টেন্ট তৈরি ও উপস্থাপনের মূলনীতি.....	18
৩.৩ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও আচরণগত নীতিমালা.....	18
৩.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের বাস্তব পদ্ধতি.....	19
৩.৫ ফলপ্রসূ দাওয়াহর কৌশল.....	19
অধ্যায়- ৪ - সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের আদবসমূহ.....	21
৪.১ একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা (ইখলাস).....	21
৪.২ লেখা প্রচারের ক্ষেত্রে ন্যায্যবিচার.....	22
৪.৩ সুন্দর ও মার্জিতভাবে কথা বলা.....	23
৪.৪ প্রচারে আরবি ও ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব.....	24
৪.৫ জ্ঞানকে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সংযুক্ত করা.....	25
৪.৬ অহংকার থেকে বেঁচে থাকা.....	26
অধ্যায়- ৫ - সামাজিক মিডিয়ার বার্তালাপ সম্পর্কিত শিষ্টাচার.....	27
৫.১ কথোপকথন করার উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া.....	27

৫.২ কথোপকথনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ মানা	28
৫.৩ গোপনীয়তা রক্ষা ও স্ক্রিনশট কালচার	29
৫.৪ নিজের পরিচয় দেওয়া	30
৫.৫ মানুষের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কথা বলা.....	30
৫.৬ কথোপকথন দীর্ঘ না করা.....	31
৫.৭ উপহাস ও মন্দ নামে ডাকা (Cyber Bullying).....	32
৫.৮ রাগের মাথায় প্রতিক্রিয়া না দেখানো	32
৫.৯ গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা	33
৫.১০ কথোপকথন শেষে সালাম প্রদান করা	33
অধ্যায়-৬ - ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা ও ইসলামী ভিত্তি	34
৬.১ ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা	34
৬.২ ইসলামী ভিত্তি	35
৬.৩ কুরআন থেকে দলিল	36
৬.৪ হাদিস থেকে দলিল	39
৬.৫ সাহাবা ও নবী (সা.)-এর অনুশীলন	40
অধ্যায়-৭ - ইসলামী অনুশীলন এবং পরিচয়ে সামাজিক মিডিয়ার প্রভাব	42
৭.১ ইতিবাচক প্রভাব.....	42
৭.২ ইসলামী জ্ঞানের সহজলভ্যতা ও বিশ্বায়ন	42
৭.৩ বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর সাথে সংযোগ (ভার্চুয়াল উম্মাহ).....	43
৭.৪ ব্যক্তিগত ইবাদত ও অনুশীলনে প্রেরণা	44
৭.৫ ইসলামভীতি (ইসলামোফোবিয়া) দূরীকরণে ভূমিকা.....	45
৭.৬ নেতিবাচক প্রভাব.....	45
৭.৭ ধর্মীয় জ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও ভুল ব্যাখ্যা	46
৭.৮ বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ বৃদ্ধি.....	46

৭.৯ ব্যক্তিগত ইসলামী পরিচয়ে সংকট	47
৭.১০ ইবাদতের মান ও পবিত্রতায় ব্যাঘাত.....	47
৭.১১ নিষিদ্ধ বিষয়ের সহজলভ্যতা	48
৭.১২ অনির্ভরযোগ্য তথ্য ও জাল হাদিসের বিস্তার	49
অধ্যায়-৮ - কালো মিডিয়ার আগ্রাসন.....	52
৮.১ কালো মিডিয়ার সংজ্ঞা ও স্বরূপ	52
৮.২ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক অবক্ষয়	52
৮.৩ নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের উত্থান	53
৮.৪ ফেক নিউজ ও বিভ্রান্তি.....	53
৮.৫ উত্তরণের উপায় ও দাওয়াহ কৌশল.....	53
৮.৬ কালো মিডিয়ার আগ্রাসনের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক উদাহরণ.....	54
৮.৭ কালো মিডিয়ার আগ্রাসনের ভয়াবহতা	55
৮.৮ কালো মিডিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় ইসলামী দিকনির্দেশনা	56
অধ্যায়-৯ - ফতোয়া এবং ধর্মীয় পরামর্শ	60
৯.১ ফতোয়া কী	60
৯.২ ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.....	61
৯.৩ মুফতির গুনাবলী ও ফতোয়ার শর্তাবলী	62
৯.৪ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার আদব ও নিয়মাবলি.....	63
৯.৫ ধর্মীয় পরামর্শ এবং ফতোয়া.....	64
অধ্যায়-১০ - ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	66
১০.১ চ্যালেঞ্জসমূহ	66
১০.২ কর্তৃত্ব ও প্রামাণিকতার সংকট.....	66
১০.৩ মুসলিম পরিচয়ের ওপর আঘাত.....	67
১০.৪ সম্ভাবনা সমূহ.....	68

১০.৫ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো.....	68
১০.৬ শিক্ষার নতুন পদ্ধতি.....	69
১০.৭ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ.....	69
অধ্যায় -১১ - সারাংশ ও উপসংহার.....	73
১১.১ সারাংশ.....	73
১১.২ উপসংহার.....	74
তথ্যসূত্র.....	75

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায়-১ - ভূমিকা

১.১ বিষয়ের পটভূমি

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিপ্লব মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পর্শ করেছে। যোগাযোগ মাধ্যমের এই বিবর্তনে 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' বা সোশ্যাল মিডিয়া এখন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং আদর্শ ও মতবাদ প্রচারের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রচার ও প্রসারের (দাওয়াহ) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

বর্তমান যুগে মসজিদের মিম্বর থেকে শুরু করে স্মার্টফোনের স্ক্রিন পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছে যাচ্ছে। একদিকে যেমন এর মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে সহীহ আকীদা ও আমলের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই না করা এবং অপব্যবহারের ফলে কিছু বিভ্রান্তি ও তৈরি হচ্ছে। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো—সামাজিক মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ইতিবাচক, নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা এবং এর চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের পথ নির্দেশ করা।

১.২ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা (Significance and Relevance)

সমকালীন বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, যার ফলে মানবীয় যোগাযোগের ধরণ ও পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামি দাওয়াহ বা প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (Social Media) ভূমিকা নিছক একটি বিকল্প মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি অপরিহার্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এই গবেষণার গুরুত্ব নিম্নোক্ত যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা যেতে পারে:

ক. দাওয়াহর বৈশ্বিক ও ডিজিটাল রূপান্তর: সনাতন পদ্ধতির দাওয়াহ কার্যক্রম সাধারণত নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ইসলামের শাস্ত্রত বাণীকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছে। বর্তমান যুগে একজন দাঈ বা প্রচারক কীভাবে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে শরীয়াহর মূলনীতি বজায় রেখে ব্যবহার করতে পারেন, তার একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাঠামো এই গবেষণার মাধ্যমে উন্মোচিত হবে।

খ. জনমিতিক প্রভাব ও তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা: পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের একটি বিশাল অংশ তরুণ সমাজ, যারা তাদের দৈনন্দিন জিজ্ঞাসার সমাধান ও ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের জন্য ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের ওপর নির্ভরশীল। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের কাছে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার কৌশল নির্ধারণ করা এই গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

গ. অপতথ্য ও বিকৃতিরোধ (Combatting Misinformation): সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সময় অনির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ধর্মীয় তথ্য পরিবেশিত হয়, যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ও উগ্রবাদের জন্ম দিতে পারে। এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে, এটি ধর্মীয় তথ্যের বিশ্বস্ততা (Authenticity) যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য বিকৃতির ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

ঘ. সামাজিক সংহতি ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক সময় ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বা বিভিন্ন মতবাদের ও ঘটনার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক তৈরি

হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক মিডিয়াকে অপব্যবহার থেকে মুক্ত রেখে উম্মাহর ঐক্য এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে সৌজন্যমূলক সংলাপের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঙ. জ্ঞানতাত্ত্বিক অবদান (Academic Contribution): বাংলাদেশে ইসলামি দাওয়াহ ও আধুনিক

প্রযুক্তির মিলবন্ধন নিয়ে উচ্চতর গবেষণার সংখ্যা তুলনামূলক কম। এই গবেষণা পত্রটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক, শিক্ষার্থী এবং অনলাইন দাঈদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে।

"দাওয়াহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানো, আর মাধ্যম(মিডিয়া) হলো সেই বাহন। মাধ্যম যত আধুনিক হবে, সত্যের প্রচার তত দ্রুত হবে।"

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ইসলামি দাওয়াহর ক্ষেত্রে ব্যবহারের ধরণ, এর প্রভাব এবং এর সঠিক ব্যবহারের নীতিমালা বিশ্লেষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

বর্তমান চিত্র বিশ্লেষণ: বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে (Facebook, YouTube, TikTok) ইসলামি প্রচারের বর্তমান ধরণ ও প্রবণতা চিহ্নিত করা।

সুফল মূল্যায়ন: ধর্মীয় জ্ঞানকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং তরুণ প্রজন্মের নৈতিক পরিবর্তনে সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ: অনলাইন দাওয়াহর ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের বিস্তার (Misinformation), উগ্রবাদ এবং পারস্পরিক বিতর্কের মতো নেতিবাচক দিকগুলো শনাক্ত করা।

সঠিকতা যাচাইয়ের পদ্ধতি: ব্যবহারকারীরা কীভাবে অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্বস্ততা (Authenticity) যাচাই করতে পারেন, তার একটি কার্যকর কৌশল নির্দেশ করা।

নীতিমালা প্রস্তাব করা: শরীয়াহর মূলনীতি বজায় রেখে একটি নিরাপদ 'ডিজিটাল দাওয়াহ গাইডলাইন' বা সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যেকোনো গবেষণারই নির্দিষ্ট কিছু গণ্ডি থাকে। এই গবেষণা পত্রটি 'সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামি প্রচার' বিষয়ে হলে ও এর কিছু সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ:

ক. **ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা:** এই গবেষণায় মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং বাংলাভাষী ব্যবহারকারীদের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অন্যান্য ভাষার (যেমন: ইংরেজি বা আরবি) অনলাইন দাওয়াহর চিত্র এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

খ. **সময়ের সীমাবদ্ধতা:** সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড বা অ্যালগরিদম খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এই গবেষণাটি মূলত বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে; ভবিষ্যতে প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে এর কিছু ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।

গ. **প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা:** যদিও অনেক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তবে এই গবেষণায় মূলত সর্বাধিক জনপ্রিয় তিনটি মাধ্যম— ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিকটক— এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য ছোট বা বিশেষায়িত প্ল্যাটফর্মগুলো এখানে বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ঙ. **তথ্যের উৎস:** গবেষণার অধিকাংশ তথ্য অনলাইন জরিপ এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।

চ. **ধর্মতাত্ত্বিক গভীরতা:** এই গবেষণার মূল ফোকাস হলো 'প্রচার মাধ্যম' (Media) এবং এর প্রভাব। নির্দিষ্ট কোনো জটিল ফিকহি মাসআলা বা তাত্ত্বিক বিতর্ক নিরসন করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নয়।

অধ্যায়-২ - ইসলামি দাওয়াহ ও আধুনিক প্রযুক্তি

এই অধ্যায়টি মূলত গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ইসলামের মৌলিক একটি ধারণা হিসেবে দাওয়াহর পরিচয়, এর তাৎপর্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাবে এই দাওয়াহ কার্যক্রম কীভাবে নতুন মাত্রা পেয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি ও ডিজিটাল পদ্ধতির একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে পরবর্তী অধ্যায়ে সামাজিক মিডিয়ার সুফল ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণের ভিত্তি রচনা করা হবে।

২.১ ইসলামে প্রচার বা দাওয়াহর ধারণা ও গুরুত্ব

‘দাওয়াহ’ একটি আরবি শব্দ। ‘দাওয়াহ’ শব্দটি আরবি ‘দাআ’ মূলধাতু থেকে আগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো। পরিভাষায়, ইসলামী দাওয়াহ বলতে সমগ্র মানবজাতিকে সত্য ও কল্যাণের পথে, অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বান করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি ইসলামের বিশ্বব্যাপী বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, যা কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

দাওয়াহর ধারণা:

ইসলামী দাওয়াহর ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। এটি নেতিবাচক কিছু থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকে উৎসাহিত করার সমন্বিত একটি ব্যবস্থা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ

الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^ط مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’

(সূরা আলে ইমরান : ১১০)

এই আয়াত থেকে দাওয়াহর মৌলিক কাঠামোটি স্পষ্ট হয়—সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া (আমর বিল মারুফ) এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা (নাহি আনিল মুনকার)। এটি শুধু মৌখিক প্রচারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তির চরিত্র, আচরণ ও জীবনধারার মাধ্যমে ও দাওয়াহ দেওয়া যায়, যা ‘দাওয়াহ বিল হাল’ বা কর্মের মাধ্যমে দাওয়াহ নামে পরিচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমগ্র জীবনই ছিল একটি উত্তম দাওয়াহর বাস্তব উদাহরণ।

দাওয়াহর গুরুত্ব:

ইসলামে দাওয়াহর গুরুত্ব অপরিসীম। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **আনুগত্যের ফরজ:** দাওয়াহর কাজটি কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ। নবী-রাসূলগণের প্রধান দায়িত্বই ছিল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরে এই দায়িত্ব উম্মতের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।"

(সূরা আন-নাহল: ১২৫)

২. **উম্মতের দায়িত্ব:** প্রতিটি মুসলমানের ওপর তাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াহর দায়িত্ব বর্তায়। এটি একটি সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরজে কিফায়া), তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তির জন্যও আবশ্যিক (ফরজে আইন) হয়ে যায়।

৩. **মানবতার কল্যাণ:** দাওয়াহর মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা সম্ভব। এটি মানুষকে শিরক, কুসংস্কার ও পাপাচার থেকে মুক্ত করে তাওহিদ, ন্যায় ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে।

৪.জবাবদিহির বিষয়: কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রতিটি উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তারা তার জ্ঞান ও দাওয়াহর দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছে। হাদিসে এসেছে,

তোমরা যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখো, তবে তা নিজ হাতে প্রতিহত করো; যদি না পারো, তবে মুখ দিয়ে; তাও যদি না পারো, তবে মনে মনে ঘৃণা করো এবং এটাই সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

(সহিহ মুসলিম)

৫. সুন্নাহর আলোকে গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও"

(সহীহ বুখারী)

দাওয়াহর এই ধারণা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা সময় ও মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই প্রেক্ষাপটেই প্রচলিত দাওয়াহ ও ডিজিটাল দাওয়াহর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা অর্থবহ হয়ে ওঠে।

২.২ প্রচলিত দাওয়াহ বনাম ডিজিটাল দাওয়াহ

বৈশিষ্ট্য	প্রচলিত দাওয়াহ	ডিজিটাল দাওয়াহ (সামাজিক মিডিয়া কেন্দ্রিক)
মাধ্যম	মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাবেশ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, মুদ্রিত বই-পুস্তিকা, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, বেতার, টেলিভিশন।	ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার (এক্স), টিকটক, ওয়েবসাইট, ব্লগ, পডকাস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ।

পরিধি	ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা সমাবেশে উপস্থিত মানুষের মধ্যে সীমিত।	বিশ্বব্যাপী। যেকোনো প্রান্তের মানুষ যেকোনো সময় কন্টেন্ট দেখতে, শেয়ার করতে ও মন্তব্য করতে পারে।
গতি	তুলনামূলক ধীর। একটি বক্তৃতা বা বই নির্দিষ্ট শ্রোতার কাছে পৌঁছাতে সময় লাগে	অতি দ্রুত। একটি পোস্ট বা ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে।
কন্টেন্টের ধরন	খুতবা, ওয়াজ , ধারাবাহিক আলোচনা, গ্রন্থ রচনা।	সংক্ষিপ্ত ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক্স, স্ট্যাটাস, ছবি, ছোট ছোট অংশে বিভক্ত লেকচার (রিলস/শর্টস)।
প্রচারক (দাঈ)	সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত আলেম, শিক্ষক, পীর-মাশায়েখ, খতিব।	যে কেউ। স্বীকৃত আলেম থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলিম তরুণ, এমনকি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা নেই এমন ব্যক্তিরও দাঈর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।
খরচ	যাতায়াত, স্টেজ ও প্যান্ডেল, প্রচারপত্র ছাপানো বাবদ অধিক খরচ।	তুলনামূলক কম। একটি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই চলে।
স্থায়ীত্ব	ঘটনার সময় সীমাবদ্ধ। কোনো বক্তব্য শেষ হলে তার প্রভাব সে স্থান ও কালে সীমিত থাকে (রেকর্ডিং না থাকলে)।	ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট স্থায়ী। একটি কন্টেন্ট বছর পরেও অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করে দেখা ও শেয়ার করা যায়।

প্রভাব মূল্যায়ন	সরাসরি উপস্থিতির সংখ্যা, প্রশ্নোত্তরের মান, সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বুঝতে হয়।	লাইক, শেয়ার, কमेंট, ভিউজ, ফলোয়ারের সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় (যা সবসময় প্রকৃত প্রভাবের নির্দেশক নাও হতে পারে)।
---------------------	---	--

ঐতিহাসিক ঘটনা

নবী করীম (সা.)-এর পত্র প্রেরণ

হিজরতের ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্যের সম্রাট খসরু, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, মিশরের শাসক মুকাউকিস-সহ বহু শাসকের কাছে এই পত্র পাঠানো হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা.), দাহিয়া কালবী (রা.)-এর মতো সাহাবীদের এই পত্র বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এটি ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে আধুনিক ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম। রাসূল (সা.) প্রচলিত মাধ্যম ব্যবহার করে দাওয়াহর বার্তা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেন। আজকের ডিজিটাল মাধ্যমকে আমরা নবী (সা.)-এর এই পত্রের আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখতে পারি। মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু দাওয়াহর মূল উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

অধ্যায়-৩ - ডিজিটাল দাওয়াহর নীতিমালা

আজকের ডিজিটাল যুগে দ্বীনের দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। সঠিক নীতিমালা মেনে এই কাজটি করলে তা কেবল অধিক কার্যকরই হয় না, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমও হয়ে ওঠে। ডিজিটাল দাওয়াহর জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু মৌলিক নীতিমালা নিচে তুলে ধরা হলো:

৩.১ দাওয়াহর ভিত্তি ও উদ্দেশ্য

- **শুদ্ধ নিয়ত:** ডিজিটাল দাওয়াহর যেকোনো প্রচেষ্টার মূল চালিকাশক্তি হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। খ্যাতি, জনপ্রিয়তা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।
- **বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা:** কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী, সহীহ আকীদা ভিত্তিক বিষয়বস্তু প্রচার করা জরুরি। ভুল বা দুর্বল ব্যাখ্যা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।
- **প্রচারের বাধ্যবাধকতা:** দাওয়াহ শুধু একটি ঐচ্ছিক কাজ নয়; এটি মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও"

(সহীহ বুখারী)

৩.২ কন্টেন্ট তৈরি ও উপস্থাপনের মূলনীতি

- সৃজনশীল ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা: শুধু লেখা নয়, বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক, ছবি ইত্যাদির ব্যবহার জরুরি।
- গল্প বলা (স্টোরি টেলিং): ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং এবং সংক্ষিপ্ত ভিডিও বিন্যাস দর্শকদের মনে দ্রুত প্রভাব ফেলে।
- বিষয়ভিত্তিক কন্টেন্ট: সময় ও প্রেক্ষাপট বুঝে বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যেমন রমজান, হজ, ঈদ বা বিশেষ দোয়া ও আমল সম্পর্কিত কন্টেন্ট।
- ভাষার ব্যবহার: বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য স্থানীয় ভাষায় কন্টেন্ট তৈরি করা কার্যকর একটি পদ্ধতি।

৩.৩ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও আচরণগত নীতিমালা

সময়ের সদ্ব্যবহার: ডিজিটাল মাধ্যম যেন সময় অপচয়ের কারণ না হয়, বরং সেটাকে ইবাদত ও সৎকাজে লাগাতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল-আসরে সময়ের শপথ করে মানুষের ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে।

গোপনীয়তা রক্ষা: অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি বা গোপনীয় বিষয় অনুমতি ছাড়া শেয়ার করা যাবে না। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أُيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোষ্ঠ খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।

(সূরা আল-হুজুরাত: ১২)

শিষ্টাচার ও সম্মান: সবার সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে হবে এবং বিতর্কের ক্ষেত্রেও সবোর্ভম পন্থা অবলম্বন করতে হবে ।

৩.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের বাস্তব পদ্ধতি

সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বোত্তম ব্যবহার: ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, টুইটার ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে নিজস্ব পেইজ বা গ্রুপ খুলে নিয়মিত ইসলামী কন্টেন্ট শেয়ার করা যেতে পারে ।

ব্লগিং ও ওয়েবসাইট: নিজস্ব ওয়েবসাইট বা বিভিন্ন ব্লগ সাইটে সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা দীর্ঘমেয়াদী দাওয়াহর একটি কার্যকর মাধ্যম ।

অডিও-ভিডিও প্ল্যাটফর্ম: ইউটিউব, গুগল ড্রাইভ বা স্কাইপির মতো মাধ্যম ব্যবহার করে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রচার করা ।

ইমেইল ও মেসেজিং অ্যাপস: আগ্রহী ব্যক্তিদের ইমেইলে ইসলামিক আর্টিকেল পাঠানো বা হোয়াটসঅ্যাপ/টেলিগ্রাম গ্রুপে নিয়মিত হালাল কন্টেন্ট শেয়ার করা যেতে পারে ।

ইসলামিক অ্যাপ ও ডিজিটাল লাইব্রেরি: কুরআন শিক্ষা, নামাজের সময়সূচি, হজ ও ওমরাহ গাইড ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাপ তৈরি ও প্রচার করা একটি অভিনব পদ্ধতি ।

৩.৫ ফলপ্রসূ দাওয়াহর কৌশল

নিয়মিত ও ধারাবাহিক উপস্থিতি: দাওয়াহর কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি ।

নিয়মিত পোস্টিং এবং ফলোয়ারদের সাথে যুক্ত থাকা দাওয়াহর প্রভাব বাড়ায় ।

আন্তঃক্রিয়াশীলতা (ইন্টার অ্যাকটিভিটি): দর্শক বা পাঠকদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ ।

সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে আলোচনা: বর্তমান সময়ের নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা তরুণ প্রজন্মের কাছে দাওয়াহকে বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে ।

বাস্তব উদাহরণ ও অনুপ্রেরণা: নতুন মুসলিম বা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের গল্প শেয়ার করা, যা অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে ।

ঐতিহাসিক ঘটনা

মুসআব ইবনে উমায়র (রা.)-এর মদিনায় দাওয়াহ

আকাবায় প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতের পর রাসূল (সা.) মুসআব ইবনে উমায়র (রা.)-কে মদিনায় ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। মুসআব (রা.) মদিনায় গিয়ে অত্যন্ত কৌশলী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি সরাসরি সবাইকে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে, তাদের ঘরে ঘরে যেতেন, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং ধীরে ধীরে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতেন। তার প্রচেষ্টায় উসাইদ ইবনে হুদায়র ও সাদ ইবনে মুআয (রা.)-এর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে মদিনার প্রায় প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়। মুসআব (রা.)-এর এই দাওয়াহ পদ্ধতি আজকের ডিজিটাল দাওয়াহর জন্য একটি মডেল। একটি নতুন সমাজে বা নতুন প্ল্যাটফর্মে দাওয়াহ দিতে হলে, দর্শকদের মনস্তত্ত্ব বুঝে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে কন্টেন্ট উপস্থাপন করতে হবে।

অধ্যায়- ৪ - সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের আদবসমূহ

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী প্রচার শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার জানলেই হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন কিছু মৌলিক নৈতিকতা বা আদব, যা ইসলামী দাওয়াহর চিরন্তন মূল্যবোধ থেকে উৎপন্ন। এই মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাবের কারণে আদব রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি ভুল পোস্ট বা অসতর্ক বক্তব্য মুহূর্তেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই অধ্যায়ে সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারকর্মীদের জন্য অপরিহার্য কিছু আদব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা (ইখলাস)

ইসলামের প্রতিটি কাজের মূল চালিকাশক্তি হলো একনিষ্ঠতা বা ইখলাস। দাওয়াহর কাজও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী প্রচারের ক্ষেত্রে ইখলাসের অর্থ হলো, সকল কার্যকলাপ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা, কোনো স্বার্থ, জনপ্রিয়তা, বা ব্যক্তিগত প্রশংসা লাভের আশা না করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُفَاءً وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন।

(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: ৫)

সামাজিক মিডিয়ার বর্তমান যুগে ইখলাস রক্ষা করা বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং। কারণ এখানে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও ফলোয়ারের সংখ্যাই অনেক সময় সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে দাঁড় মনে অজান্তেই জনপ্রিয়তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছেন, কিয়ামতের দিন

সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তির বিচার হবে, যে শিক্ষা দিত মানুষকে এবং জ্ঞানী বলে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিল। (সহিহ মুসলিম)

অতএব, সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের প্রথম ও প্রধান আদব হলো, প্রতিটি পোস্ট, প্রতিটি ভিডিও, প্রতিটি মন্তব্য করার আগে নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া এবং নিজেকে প্রশ্ন করা—আমি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি, নাকি লোক দেখানোর জন্য?

৪.২ লেখা প্রচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী প্রচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো ন্যায়বিচার বা ইনসাফ। এর অর্থ হলো, কোনো বিষয় উপস্থাপনের সময় সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়া। পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তিগত মতাদর্শ, বা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি আবেগের বশবর্তী হয়ে তথ্য বিকৃত করা থেকে বিরত থাকা।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষী হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"

(সূরা আল-মায়দা: ৮)

এই আদবের কয়েকটি ব্যবহারিক দিক হলো:

- ইসলাম সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়ার আগে তার সঠিক উৎস (কোরআন, সহিহ হাদিস, নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতামত) যাচাই করা।
- ভিন্নমত বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আলোচনা করার সময় সততা ও নম্রতা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ বা কটুক্তি না করা।

- কোনো বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা করলে সবার মতামত ন্যায্যসঙ্গতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা।

৪.৩ সুন্দর ও মার্জিতভাবে কথা বলা

কথার ধরন দাওয়াহর কার্যকারিতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইসলাম সবসময় নম্র, সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করে। কোরআনে আল্লাহ তা আলা মুসা (আ.)-কে ফিরাউনের কাছে যাওয়ার সময় নরম ভাষায় কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(সূরা ত্বোয়া-হা: ৪৪)

সামাজিক মিডিয়ায় লিখিত বা কথ্য ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আদবটি অত্যন্ত জরুরি।

সামাজিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে এর অর্থ:

- **কঠোরতা পরিহার:** ধর্মীয় আলোচনায় কটরপন্থী ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার না করা। কাউকে ধর্মের নামে ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া ইসলাম সম্মত নয়।
- **ভালো ভাষা নির্বাচন:** অশ্লীল, বাজে বা কটুক্তি মূলক ভাষা পরিহার করা। মন্তব্যের জবাব দিতেও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা।
- **শালীনতা বজায় রাখা:** পোস্ট ও ছবি-ভিডিও নির্বাচনে শালীনতা বজায় রাখা যা ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটায়।
- **ধৈর্য ধারণ করা:** উস্কানিমূলক বা অপমানজনক মন্তব্য সহ্য করা এবং সেগুলোর জবাব প্রজ্ঞার সাথে দেওয়া অথবা নীরব থাকা। রাসুল (সা.)-এর চরিত্রই ছিল এর সর্বোত্তম উদাহরণ।

8.8 প্রচারে আরবি ও ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামি দাওয়াহর ক্ষেত্রে আরবি ও ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেবল মাতৃভাষায় সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়।

নিচে এই পয়েন্টটির বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

আরবি ভাষার গুরুত্ব (ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্যতা):

- **উৎস সংরক্ষণ:** ইসলামের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ, যা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। দাওয়াহর কাজে যখন কোনো আয়াত বা হাদিস উল্লেখ করা হয়, তখন তার মূল আরবি পাঠ প্রদান করলে বিষয়টির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।
- **ভুল ব্যাখ্যা রোধ:** অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দের প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি ফুটে ওঠে না। আরবি পরিভাষা (যেমন: তাকওয়া, ইহসান, ইখলাস) ব্যবহারের ফলে পাঠক মূল ভাবের সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
- **আলেম সমাজের সাথে সংযোগ:** বিশ্বখ্যাত আলেমদের ফতোয়া ও গবেষণা আরবি ভাষায়। এই ভাষা জানলে বা প্রচারের ক্ষেত্রে এর সহায়তা নিলে কন্টেন্ট আরও সমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য হয়।

ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব (বৈশ্বিক প্রচার ও প্রভাব):

- **আন্তর্জাতিক ভাষা:** ইংরেজি বর্তমান বিশ্বের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং পাশ্চাত্য সমাজে ইসলামের ভুল ধারণা ভাঙতে ইংরেজি ভাষায় কন্টেন্ট তৈরি করা অপরিহার্য।
- **তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো:** বর্তমান প্রজন্মের একটি বড় অংশ ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষায় তথ্য খুঁজতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত সমাজ এবং প্রবাসীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইংরেজি একটি শক্তিশালী মাধ্যম।
- **ইসলামফোবিয়া মোকাবিলা:** পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলে, তার জবাব দেওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষায় দক্ষ দাঈ ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর প্রয়োজন।

দাওয়াহর পরিধি বিস্তার: বাংলা ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে আমরা কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু আরবি ও ইংরেজির সমন্বয়ে কন্টেন্ট তৈরি করলে তা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

অনুবাদ ও গবেষণার আধুনিকায়ন: বায়তুল হিকমার ঐতিহাসিক মডেলে যেমন জ্ঞানের অনুবাদ হতো, বর্তমান ডিজিটাল দাওয়াহতেও আরবি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এটি জ্ঞানকে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরের সেতু হিসেবে কাজ করে।

“একজন ডিজিটাল দাঈর জন্য আরবি ভাষা হলো ‘জ্ঞানের গভীরতা’ মাপার যন্ত্র, আর ইংরেজি ভাষা হলো সেই জ্ঞানকে ‘বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার’ ডানা।” এই দুই ভাষার সমন্বয় ডিজিটাল দাওয়াহকে আরও বেশি পেশাদার ও ফলপ্রসূ(উপকারী) করে তোলে।

“অতএব, সোশ্যাল মিডিয়া দাঈদের জন্য ভাষা নির্বাচন একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত। প্ল্যাটফর্ম, টার্গেট অডিয়েন্স ও বিষয়ের জটিলতা অনুযায়ী আরবি-ইংরেজির অনুপাত ঠিক করতে হবে। এটাই দাওয়াহকে ‘হিকমাহ’ ভিত্তিক করে তোলে।”

৪.৫ জ্ঞানকে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সংযুক্ত করা

ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে—তা হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের ক্ষেত্রে এই জ্ঞানকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

এই আদবের ব্যতিক্রম ঘটে যখন:

- জ্ঞানকে বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করা হয় (যেমন: খুব আকর্ষণীয় গ্রাফিক্স বা শিরোনাম দিয়ে কিন্তু গভীরতা শূন্য এমন কন্টেন্ট)।
- জ্ঞানকে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি বা বাহাসে জেতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

- শুধু ভিউ বা ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য বিতর্কিত বা সংবেদনশীল বিষয় বেছে নেওয়া হয়, যা মানুষকে দ্বীনের কাছে ও নিয়ে আসে না, বরং বিভ্রান্ত করে। প্রকৃত দাঈর কাজ হবে, জ্ঞানকে তার মূল উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের হিদায়াত—কেন্দ্র করে উপস্থাপন করা। কন্টেন্ট হতে হবে অর্থবহ, যা দর্শক/পাঠকের চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

৪.৬ অহংকার থেকে বেঁচে থাকা

অহংকার বা আত্মঅভিমান (কিবর) একটি মারাত্মক আত্মিক রোগ, যা মানুষের সমস্ত নেক কাজ বিনষ্ট করে দিতে পারে। সামাজিক মিডিয়ায় দাওয়াহর ক্ষেত্রে অহংকারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। কারণ এখানে সাফল্যের মাপকাঠি দৃশ্যমান—ফলোয়ার সংখ্যা, লাইকের পরিমাণ ইত্যাদি।

অহংকারের লক্ষণগুলো হলো:

- নিজের জ্ঞান ও উপস্থাপনাকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা।
- অন্যের গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ সহ্য করতে না পারা।
- নিজের ভুল স্বীকার করতে না চাওয়া।
- কম ফলোয়ার বা কম পরিচিত ব্যক্তির পোস্ট বা মন্তব্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না।"

(সহিহ মুসলিম)

অতএব, দাঈর জন্য জরুরি হলো বিনয় অবলম্বন করা। মনে রাখা উচিত, হিদায়াত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। দাঈ শুধু একটি নিমিত্তমাত্র। সাফল্য বা ব্যর্থতা উভয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য সবসময় আত্মসমালোচনা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই একজন প্রকৃত দাঈর বৈশিষ্ট্য।

অধ্যায়- ৫ - সামাজিক মিডিয়ার বার্তালাপ সম্পর্কিত শিষ্টাচার

সামাজিক মিডিয়া শুধু একমুখী প্রচারের মাধ্যম নয়; এটি একটি দ্বিমুখী যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম। এখানে পোস্ট ও কন্টেন্টের পাশাপাশি কमेंট বক্স, মেসেঞ্জার, গ্রুপ চ্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে সরাসরি কথোপকথন বা বার্তালাপ চলতে থাকে। এই বার্তালাপের নিজস্ব কিছু শিষ্টাচার বা আদব রয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক মিডিয়ার স্বভাব উভয় দ্বারাই নির্ধারিত। এই অধ্যায়ে সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী বার্তালাপের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শিষ্টাচারসমূহ আলোচনা করা হলো।

৫.১ কথোপকথন করার উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া

সামাজিক মিডিয়ায় বার্তালাপের প্রথম শিষ্টাচার হলো উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা। ইসলাম সবসময় অপরের প্রতি খেয়াল রাখতে এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করতে শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনেও আমরা দেখি, তিনি সাহাবীদের সবসময় একই রকম সময় দিতেন না; বরং তাদের অবস্থা বুঝে সময় নির্ধারণ করতেন।

সামাজিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে এই শিষ্টাচারের ব্যবহারিক দিকগুলো হলো:

গভীর রাতে মেসেজ না দেওয়া: কারও ব্যক্তিগত মেসেঞ্জে গভীর রাতে (বিশেষ করে নিদ্রার সময়) মেসেজ পাঠানো থেকে বিরত থাকা। এটি অপরের বিশ্রামের অধিকার হরণ করতে পারে।

ইবাদতের সময় পরিহার করা: জুমার খুতবা, নামাজের সময় বা পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় অপ্রয়োজনীয় বার্তালাপ না করা।

ব্যস্ত সময় জানার চেষ্টা করা: নিয়মিত বার্তালাপ চললে কাজের সময় বা বিশ্রামের সময় সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সেই অনুযায়ী যোগাযোগ করা।

তাৎক্ষণিক জবাব আশা না করা: সবাই সবসময় অনলাইনে থাকে না বা তাৎক্ষণিক জবাব দিতে সক্ষম হয় না। ধৈর্য ধরা এবং জবাব দিতে দেরি হলে বিরক্ত না হওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করো এবং তার অধিবাসীদের সালাম করো।"

(সূরা আন-নূর: ২৭)

যদিও আয়াতটি সরাসরি গৃহে প্রবেশের কথা বলেছে, এর মূল শিক্ষা হলো অন্যের ব্যক্তিগত স্থান ও সময়ের প্রতি সম্মান দেখানো। ভার্চুয়াল জগতের ব্যক্তিগত ইনবক্সও এক ধরনের ব্যক্তিগত স্থান।

৫.২ কথোপকথনের ক্ষেত্রে সুন্নাহ মানা

কথোপকথনের শুরু ও শেষ করার পদ্ধতি, কথা বলার ধরন সবকিছুতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ আমাদের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ। সামাজিক মিডিয়ায় বার্তালাপের ক্ষেত্রে এই সুন্নাহগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. সালাম দিয়ে শুরু: কথোপকথনের শুরুতে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ" দিয়ে শুরু করা। এটি একটি সুন্নত এবং মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দোয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যম।

২. মিষ্টি ভাষায় কথা বলা: রাসুল (সা.) সবসময় মিষ্টি ও নম্র ভাষায় কথা বলতেন। সামাজিক মিডিয়ায় লিখিত বার্তায়ও সেটা প্রতিফলিত হওয়া উচিত—কথার ভঙ্গি হবে নরম, শব্দ চয়ন হবে সুন্দর।

৩. সত্য কথা বলা: মিথ্যা কথা, গিবত, পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা। কোনো বিষয় নিশ্চিত না হয়ে শেয়ার না করা বা কারও সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য না করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

৪. কারও কথা কেটে না বলা: কেউ কিছু বললে বা লিখলে তার কথা শেষ হতে দেওয়া, তারপর নিজের মত প্রকাশ করা। মাঝপথে বাধা দেওয়া বা কন্টিনিউয়েশন রেখে নিজের কথা শুরু করা ভদ্রতা নয়।

৫. হাসিমুখে থাকা: যদিও লিখিত মাধ্যমে হাসি দেখানো যায় না, কিন্তু ইমোজি বা লেখার ভঙ্গিতে সদয় ও বন্ধুসুলভ মনোভাব প্রকাশ করা যায়। রাসূল (সা.)-এর হাসি ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫.৩ গোপনীয়তা রক্ষা ও স্ক্রিনশট কালচার

বর্তমানে কারো ইনবক্সের কথা অনুমতি ছাড়া পাবলিক করা বা স্ক্রিনশট ছড়িয়ে দেওয়া একটি বড় ব্যাধি। ইসলাম এটিকে আমানতের খেয়ানত হিসেবে গণ্য করে।

হাদিস: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

"যখন কোনো ব্যক্তি কথা বলে এবং (গোপনীয়তা রক্ষার জন্য) এদিক-ওদিক তাকায়, তবে সেই কথাটি একটি আমানত।"

(সুনান আবু দাউদ: ৪৮৬৮)

ঐতিহাসিক ঘটনা: রাসূল (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত অনেক কথা বিশেষ সাহাবী (যেমন হুযাইফা রা.)-কে বলতেন। সাহাবীরা জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সেই আমানত রক্ষা করতেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও কারো ব্যক্তিগত মেসেজ অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা এই হাদিসের পরিপন্থী।

৫.৪ নিজের পরিচয় দেওয়া

সামাজিক মিডিয়ায় বার্তালাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দিক হলো নিজের পরিচয় স্পষ্ট করা। ইসলাম স্বচ্ছতা ও সত্য প্রকাশকে উৎসাহিত করে এবং প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

ছদ্মবেশ পরিহার: ভুয়া প্রোফাইল বা ছদ্মনাম ব্যবহার করে অপরিচিত কারও সঙ্গে বার্তালাপ করা ইসলামসম্মত নয়। নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে ধর্মীয় আলোচনা করলে তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় এবং প্রতারণার সামিল হয়।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা: কারও সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা শুরু করলে নিজের অবস্থান ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানানো। কেন এই আলোচনা করতে চাইছেন, কী জানতে চাইছেন বা কী বুঝাতে চাইছেন তা পরিষ্কার করা।

প্রোফাইলের তথ্য সঠিক রাখা: নিজের নাম, ছবি ও অন্যান্য তথ্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মত নয়।”

(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০১)

৫.৫ মানুষের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কথা বলা

একই কথা সবার জন্য একরকম হয় না। মানুষের জ্ঞান, বোধগম্যতা, মানসিক অবস্থা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভেদে কথা বলার ধরন ও বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা জরুরি। এই বিচক্ষণতাই ইসলামী দাওয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সামাজিক মিডিয়ায় বার্তালাপের ক্ষেত্রে:

বয়স ও জ্ঞান বুঝে কথা বলা: কোনো কিশোরের সঙ্গে ধর্মীয় জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অনুচিত। তার বোধগম্যতা অনুযায়ী সহজ ভাষায় কথা বলা উচিত।

মানসিক অবস্থা বুঝে কথা বলা: কেউ যদি দুঃখিত বা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাকে, তাকে কঠিন ধর্মীয় উপদেশ বা সমালোচনা না করে প্রথমে সাহায্য দেওয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।

সংস্কৃতি ও প্রেক্ষাপট বুঝে কথা বলা: ভিন্ন সংস্কৃতি ও দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে কথা বলা।

ব্যক্তিগত অবস্থান বুঝে কথা বলা: কেউ যদি ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহান বা প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করা, কঠোর সমালোচনা নয়।

৫.৬ কথোপকথন দীর্ঘ না করা

কথোপকথনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা ও প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করা ইসলামের একটি শিক্ষা। অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলাপ সময়ের অপচয় এবং অনেকে বিরক্তির কারণ হতে পারে।

প্রয়োজনীয় কথা সীমিত রাখা: যতটুকু কথা বলা দরকার, শুধু ততটুকু বলা।
বাড়াবাড়ি বা অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত এড়িয়ে চলা।

অন্যের সময়ের মূল্য বোঝা: সবার সময় সীমিত। দীর্ঘ বার্তা বা একাধিক মেসেজ না পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।

গ্রুপ চ্যাটে সতর্ক থাকা: বড় গ্রুপে সবাইকে অযথা মেসেজ করে বিরক্ত না করা। শুধু প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই সবার মতামত চাওয়া।

এককথায় শেষ করার চেষ্টা: কোনো বিষয়ে আলোচনা শেষ হলে বারবার নতুন করে শুরু না করে সেখানেই ইতি টানা।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষণ ও কথোপকথন ছিল সংক্ষিপ্ত অর্থবহ। তিনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন।

৫.৭ উপহাস ও মন্দ নামে ডাকা (Cyber Bullying)

কীবোর্ড বা স্ক্রিনের আড়ালে থেকে কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করা বা পচানো এখন নিয়মিত ঘটনা।

কুরআনের নির্দেশ:

"হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে... এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।"

(সূরা হুজুরাত: ১১)

শিক্ষা: প্রোফাইল পিকচার বা মতাদর্শ নিয়ে কাউকে 'রোস্ট' করা বা ব্যঙ্গাত্মক নাম দেওয়া ইসলামি শিষ্টাচার বহির্ভূত।

৫.৮ রাগের মাথায় প্রতিক্রিয়া না দেখানো

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো পোস্ট দেখে উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ বা রুঢ় মন্তব্য করা উচিত নয়।

হাদিস: এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি তিনবার বললেন, "রাগ করো না।"

(সহীহ বুখারী: ৬১১৬)

ঐতিহাসিক ঘটনা: একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে গালি দিচ্ছিল। তিনি চুপ ছিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন আবু বকর (রা.) পাল্টা জবাব দিলেন, তখন রাসূল (সা.) সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তিনি বললেন, "যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে ততক্ষণ ফেরেশতা তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু যখনই তুমি পাল্টা বললে, সেখানে শয়তান চলে এলো।"

আবু দাউদ শরীফে (হাদীস নং ৪৮৯৬)

শিক্ষা: অনলাইন ডিবেটে বা তর্কে ধৈর্য ধারণ করাই নবীজীর শিক্ষা।

৫.৯ গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা

কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা ইসলামে হারাম। ডিজিটাল মাধ্যমে এটি পোস্ট বা কমেন্টের মাধ্যমে আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

হাদিস: রাসূল (সা.) গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

"তোমার ভাই যা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সেই কথা বলা।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, যদি কথাটি সত্য হয়? তিনি বললেন, "সত্য হলেও তা গীবত, আর মিথ্যা হলে তা অপবাদ (বুহতান)।"

(সহীহ মুসলিম: ২৫৮৯)

৫.১০ কথোপকথন শেষে সালাম প্রদান করা

যেমন আপনি কথোপকথন সালাম দিয়ে শুরু করেন। তেমনি কথা করার সময় ও উচিৎ সালাম দিয়ে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - যখন তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে গিয়ে পৌঁছবে, তখন সে যেন সালাম দেয়।

অতঃপর যখন সে উঠে আসার ইচ্ছা করে, তখন ও সে যেন সালাম দেয়। যেহেতু দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অধিক প্রয়োগযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।

(সূরা আন-নিসা: ৮৬)

এই নির্দেশনা কথোপকথনের শুরু ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সালাম একটি দোয়া, যা কথোপকথনকে বরকতময় করে তোলে।

অধ্যায়-৬ - ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা ও ইসলামী ভিত্তি

দাওয়াহ হল ইসলামী দাওয়াহর সেই আধুনিক রূপ, যা প্রচারের ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম গুলোর পাশাপাশি ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগায়। এর ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে ধারণা ও ভিত্তি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৬.১ ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা

ডিজিটাল দাওয়াহ বলতে মূলত ইসলামের বার্তা প্রচার, শিক্ষা প্রদান এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলোর কৌশলগত ব্যবহারকে বোঝায়। একে "অনলাইন দাওয়াহ" বা "ই-দাওয়াহ" নামেও অভিহিত করা হয়।

বিস্তারিত ধারণা:

মাধ্যমের বৈচিত্র্য: ডিজিটাল দাওয়াহ শুধু ফেসবুক বা ইউটিউবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এর মধ্যে রয়েছে:

- ইসলামী ওয়েবসাইট ও পোর্টাল
- ব্লগ ও অনলাইন ম্যাগাজিন
- পডকাস্ট ও অনলাইন রেডিও
- ইউটিউব চ্যানেল ও ভিডিও কন্টেন্ট
- সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম (ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক)
- মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (কুরআন অ্যাপ, হাদিস অ্যাপ, দোয়া অ্যাপ)
- অনলাইন ক্লাস ও ওয়েবিনার

কন্টেন্টের ধরন: ডিজিটাল দাওয়াহর কন্টেন্টও বহুমাত্রিক। যেমন:

- লিখিত কন্টেন্ট (আর্টিকেল, ব্লগ পোস্ট, স্ট্যাটাস)
- অডিও কন্টেন্ট (তिलाওয়াত, বক্তৃতা, পডকাস্ট)
- ভিডিও কন্টেন্ট (লেকচার, ডকুমেন্টারি, শর্ট ক্লিপ)
- গ্রাফিক্যাল কন্টেন্ট (ইনফোগ্রাফিক্স, ইসলামিক পোস্টার, কোয়েটস)

- ইন্টারেক্টিভ কন্টেন্ট (কুইজ, প্রশ্নোত্তর সেশন, লাইভ স্ট্রিমিং)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ডিজিটাল দাওয়াহর মূল লক্ষ্য হলো প্রচলিত দাওয়াহর মতোই—মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, ইসলামের সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া এবং ভুল ধারণা দূর করা। তবে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের কারণে এটি আরও ব্যাপক, দ্রুত ও সহজলভ্য হয়েছে।

ডিজিটাল দাওয়াহ প্রচলিত দাওয়াহর বিকল্প নয়, বরং এর পরিপূরক। এটি সেই সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটি কার্যকর মাধ্যম, যারা ঐতিহ্যবাহী দাওয়াহ কার্যক্রমের আওতার বাইরে রয়েছেন—বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম এবং অমুসলিমরা।

মূলত, রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর যুগে যেমন পত্রযোগে দাওয়াহ ছিল একটি যুগোপযোগী মাধ্যম, তেমনি বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলোকে ব্যবহার করাকেই ডিজিটাল দাওয়াহ বলে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক বিশাল নি'মাত (অনুগ্রহ), যা দিয়ে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

৬.২ ইসলামী ভিত্তি

ডিজিটাল দাওয়াহর ইসলামী ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত এবং তা কুরআন, হাদিস ও সালাফদের অনুশীলন থেকে নেওয়া। দাওয়াহর মূল কাজটি ইসলামের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইসলামী ভিত্তির মূল স্তম্ভগুলো হলো:

দাওয়াহর ফরজিয়ত: ইসলামে দাওয়াহ দেওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার দাওয়াহর নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ শুধু নির্দিষ্ট সময় বা মাধ্যমের জন্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য। তাই আধুনিক যুগে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণরূপে ইসলামসম্মত।

মাধ্যমের বৈধতা: ইসলামে মূল লক্ষ্য হলো দাওয়াহর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হলেও গৌণ। যেকোনো বৈধ ও নৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামের

বার্তা পৌঁছে দেওয়া জায়েয। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সময়ে চিঠিপত্র, কূটনীতি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে দাওয়াহ পৌঁছে দিয়েছেন। ডিজিটাল মাধ্যমও তেমনি একটি আধুনিক ও বৈধ মাধ্যম।

হিকমাহ ও মাওয়েজাতি হাসানাহ: কুরআনে দাওয়াহর পদ্ধতি হিসেবে "হিকমাহ" (প্রজ্ঞা) ও "মাওয়েজাতি হাসানাহ" (সুন্দর উপদেশ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা আন-নাহল: ১২৫)। ডিজিটাল দাওয়াহতে এই নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। প্রজ্ঞার সাথে কন্টেন্ট তৈরি করা এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই ডিজিটাল দাওয়াহর মূল চাবিকাঠি।

৬.৩ কুরআন থেকে দলিল

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪)

এই আয়াতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একটি অংশের ওপর দাওয়াহর দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে, যা ডিজিটাল মাধ্যমে পালনের গুরুত্ব বহন করে।

সাক্ষী হিসেবে উম্মাত

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে করে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।"

(সূরা আল-বাকার: ১৪৩)

ভ্রান্তির প্রতিবাদ

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আর যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এভাবে পেয়েছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। বলো, আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলো যা তোমরা জানো না?"

(সূরা আল-আরাফ: ২৮)

সত্য প্রচারের অঙ্গীকার

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ

ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

"আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তা যেন তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করে এবং গোপন না করে।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

সর্বোত্তম বক্তব্য

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত? "

হা-মীম আস-সাজদা: ৩৩)

দাওয়াহর মূল নির্দেশ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ

الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’

(সূরা আলে ‘ইমরান : ১১০)

পদ্ধতির নির্দেশনা

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْبُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।"

(সূরা আন-নাহল: ১২৫)

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে দাওয়াহর গুরুত্ব, পদ্ধতি ও দায়িত্ব তুলে ধরে। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করা কুরআনের এই নির্দেশনারই একটি আধুনিক প্রয়োগ।

৬.৪ হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসংখ্য হাদিসে দাওয়াহর নির্দেশ ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর আলোকে ডিজিটাল দাওয়াহর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

হাদিস ১: দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৬১)

এই হাদিসটি ডিজিটাল দাওয়াহর শক্তিশালী ভিত্তি। একটি আয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকের ডিজিটাল মাধ্যম সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার।

হাদিস ২: সত্যের সাক্ষী হওয়া

"উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৭)

এই হাদিসটি তথ্য ও জ্ঞান প্রচারের একটি শৃঙ্খল তৈরি করে। ডিজিটাল মাধ্যম এই শৃঙ্খলকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করেছে।

হাদিস ৩: দাওয়াহর ফজিলত

"যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসারীদের সমান সওয়াব পায়, তাদের সওয়াব থেকে কিছুমাত্র কম না হয়ে।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৪)

ডিজিটাল দাওয়াহর মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হতে পারে, আর দাঈ সবার সওয়াবের অংশীদার হন।

হাদিস ৪: সহজ পদ্ধতি অবলম্বন

"তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিরাগ সৃষ্টি করো না।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৯)

ডিজিটাল দাওয়াহর ক্ষেত্রে এই নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্টেন্ট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করতে হবে, যাতে মানুষ আগ্রহী হয়।

হাদিস ৫: জ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল চলতে থাকে: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়, এবং সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

ডিজিটাল মাধ্যমে রেখে যাওয়া উপকারী কন্টেন্ট একটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজ করে, যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।

হাদিস ৬: সত্য গোপন না করা

"যাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৫৮)

ডিজিটাল মাধ্যমে সহজেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যায় এবং সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়।

৬.৫ সাহাবা ও নবী (সা.)-এর অনুশীলন

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনে দাওয়াহর বিভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতির ব্যবহার স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো ডিজিটাল দাওয়াহর জন্য অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে।

বিভিন্ন ভাষায় দাওয়াহ:

সাহাবীরা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় ভাষায় ইসলাম প্রচার করতেন। সাদ ইবনে

আবি ওয়াক্কাস (রা.) চীনে গিয়েছিলেন, অন্যান্য সাহাবী পারস্য, মিশর, রোম ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা শিখে বা দোভাষীর মাধ্যমে দাওয়াহ দিতেন। ডিজিটাল দাওয়াহতে বিভিন্ন ভাষায় কন্টেন্ট তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছানো এই সুন্নাহরই আধুনিক প্রয়োগ।

হিজরত ও দাওয়াহ:

মুসলিমরা প্রথমে আবিসিনিয়ায়, পরে মদিনায় হিজরত করেন। এই হিজরত ছিল দাওয়াহর নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা। নতুন পরিবেশে গিয়ে তাঁরা ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতেন।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোও তেমনই নতুন নতুন দাওয়াহর ক্ষেত্র। বিভিন্ন ডিজিটাল কমিউনিটিতে গিয়ে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হিজরতের মূল চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাহাবীদের জ্ঞানচর্চা ও প্রচার:

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবী তাফসির চর্চা ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) হাদিস প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের এই জ্ঞানচর্চা ও প্রচারের ধারাবাহিকতায় আজকের ডিজিটাল মাধ্যম যুক্ত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা

আবু হুরায়রা (রা.)-এর জ্ঞান প্রচার

আবু হুরায়রা (রা.) মাত্র তিন বছর রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন, কিন্তু তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা প্রায় ৫,৩৭৪টি। তিনি দিন-রাত রাসূল (সা.)-এর সাথে থাকতেন এবং হাদিস মুখস্থ করতেন। হাদিস সংরক্ষণের জন্য তিনি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন রাতে হাদিসগুলো ভাগ করে বারবার আওড়াতেন। খলিফা উমর (রা.) তাকে বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করেন। সেখানেও তিনি জ্ঞানচর্চা চালিয়ে যান।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম অপরিহার্য। ডিজিটাল যুগে আমরা সহজে হাদিস পেলেও, তার সঠিক বাছাই ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিষ্ঠা আমাদের অনুসরণ

করতে হবে। শুধু প্রচুর কন্টেন্ট শেয়ার করা নয়, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কন্টেন্ট প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

অধ্যায়-৭ - ইসলামী অনুশীলন এবং পরিচয়ে সামাজিক মিডিয়ার প্রভাব

সামাজিক মিডিয়া বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন, চিন্তা-চেতনা ও আচরণে গভীর প্রভাব ফেলছে। এই প্রভাব দুই মেরুতে বিভক্ত একদিকে যেমন অভাবনীয় সুযোগ ও ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরি করেছে, অন্যদিকে তেমনই কিছু জটিল চ্যালেঞ্জ ও নেতিবাচক পরিণতিও দেখা দিয়েছে। এই অধ্যায়ে সামাজিক মিডিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব উভয় দিকই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে ইতিবাচক প্রভাব, পরে নেতিবাচক প্রভাব এভাবে সাজানো হয়েছে আলোচনা।

৭.১ ইতিবাচক প্রভাব

সামাজিক মিডিয়া মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞান অর্জন, সংযোগ স্থাপন, দ্বীন প্রচার, ইসলামী চর্চা ও মুসলিম পরিচয়ের জন্য অনেকগুলি ইতিবাচক দিক উন্মোচিত করেছে।

৭.২ ইসলামী জ্ঞানের সহজলভ্যতা ও বিশ্বায়ন

সামাজিক মিডিয়ার সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো ইসলামী জ্ঞানকে এটি অভূতপূর্বভাবে সহজলভ্য করেছে এবং বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে।

সহজলভ্যতা: পূর্বে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ বা আলেমের দ্বারস্থ হতে হতো। এখন একজন সাধারণ মুসলিম ও ইউটিউবে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

আলেমদের বক্তব্য শুনতে পারে, ফেসবুকে কুরআনের তাফসির পড়তে পারে, বিভিন্ন অ্যাপ থেকে হাদিস জানতে পারে।

বহুভাষিক উপস্থিতি: আরবি, ইংরেজি, উর্দু, বাংলা, প্রায় সকল ভাষাতেই ইসলামী কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে। ফলে মাতৃভাষায় ইসলাম শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিনামূল্যের জ্ঞান: অধিকাংশ ইসলামী কন্টেন্ট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। দরিদ্র বা সুবিধাবঞ্চিত মুসলিমরাও সহজে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

বৈচিত্র্যময় কন্টেন্ট: শুধু ধর্মীয় বক্তৃতা নয়, বরং ইসলামী ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব বিষয়েই কন্টেন্ট রয়েছে।

বিশ্বায়ন: একটি দেশের ইসলামী জ্ঞান সহজেই অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। মিশরের আল-আজহারের শিক্ষা, সৌদি আরবের ফতোয়া, ভারতের দেওবন্দের মতবাদ সবই এখন বিশ্বব্যাপী পৌঁছে যাচ্ছে।

আব্বাস তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

(সূরা আল-কামার: ১৭)

৭.৩ বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর সাথে সংযোগ (ভার্চুয়াল উম্মাহ)

সামাজিক মিডিয়া ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে একটি ভার্চুয়াল উম্মাহ গড়ে তুলেছে, যা মুসলিমদের মধ্যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করছে।

ঐক্যের অনুভূতি: ফিলিস্তিন, মিয়ানমার, কাশ্মীর বা অন্য কোনো মুসলিম অঞ্চলে সংকট দেখা দিলে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সারা বিশ্বের মুসলিমরা সচেতন হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়।

পরিচিতি ও বন্ধুত্ব: বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সাথে পরিচিত হওয়া, বন্ধুত্ব করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে মত বিনিময় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ইসলামী ইভেন্ট শেয়ারিং: রমজান, ঈদ, হজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

সমর্থন ও সহমর্মিতা: বিপদগ্রস্ত মুসলিমদের জন্য দোয়া ও সমর্থন জানানোর একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে সামাজিক মিডিয়া।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ পীড়িত হলে সারা দেহ জ্বর ও রাত জাগরণে অংশ নেয়।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬০১১)

৭.৪ ব্যক্তিগত ইবাদত ও অনুশীলনে প্রেরণা

সামাজিক মিডিয়া অনেক মুসলিমের জন্য ইবাদত ও ধর্মীয় অনুশীলনে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

দৈনিক লক্ষ্য: ফেসবুক বা টেলিগ্রামের বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপে নিয়মিত কুরআনের আয়াত, হাদিস ও ইসলামী উপদেশ পোস্ট করা হয়, যা মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে।

চ্যালেঞ্জ ও প্রতিযোগিতা: কুরআন তিলাওয়াত, রোজা রাখা, দান-সদকা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রুপে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

ইবাদতের ভিডিও: লোকজন তাদের হজ্জ, ওমরা, মসজিদে নামাজ পড়ার ভিডিও শেয়ার করে, যা অন্যদের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ইসলামী গল্প ও উদাহরণ: সাহাবীদের জীবনী, নবী-রাসূলদের গল্প, বড় বড় আলেমের ঘটনা এসব শেয়ারের মাধ্যমে মানুষ শিক্ষা ও প্রেরণা পায়।

লাইভ লেকচার ও ওয়েবিনার: ঘরে বসে বড় বড় আলেমদের লাইভ লেকচার শোনার ও প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৭.৫ ইসলামভীতি (ইসলামোফোবিয়া) দূরীকরণে ভূমিকা

পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রচারের বিরুদ্ধে সামাজিক মিডিয়া একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

সঠিক তথ্য উপস্থাপন: ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করতে বিভিন্ন পেইজ ও গ্রুপ সঠিক তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করছে।

ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা: মুসলিমদের ইতিবাচক অবদান, ইসলামের সৌন্দর্য ও শান্তির বার্তা তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা করা হচ্ছে।

সরাসরি সংলাপ: অমুসলিমরা সরাসরি মুসলিমদের সাথে কথা বলে ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে। প্রশ্ন করছে, উত্তর পাচ্ছে।

ডকুমেন্টারি ও ভিডিও: ইউটিউবে ইসলাম সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যভিত্তিক ডকুমেন্টারি ও ভিডিও তৈরি হচ্ছে, যা ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

(সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে এই রহমতকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৭.৬ নেতিবাচক প্রভাব

ইতিবাচক দিকগুলোর পাশাপাশি, সামাজিক মিডিয়া মুসলিম পরিচয় ইসলামি অনুশীলনের জন্য কিছু জটিল ও গুরুতর চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে এবং নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে।

৭.৭ ধর্মীয় জ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও ভুল ব্যাখ্যা

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী জ্ঞান সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি এর অপপ্রয়োগ ও ভুল ব্যাখ্যার সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

যোগ্যতার অভাব: অনেকেই ইসলামী জ্ঞানে গভীর দক্ষতা না রেখেই আলোচনা, ফতোয়া ও ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আয়াত-হাদিস ব্যবহার: কোনো আয়াত বা হাদিসের পুরো প্রেক্ষাপট না বুঝে শুধু নিজের মত সমর্থনের জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিকৃত অনুবাদ: কুরআন ও হাদিসের অনুবাদে ভুল বা একপাক্ষিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

চরমপন্থা প্রচার: কিছু গোষ্ঠী সামাজিক মিডিয়াকে ব্যবহার করে চরমপন্থী ও জঙ্গি মতাদর্শ প্রচার করছে, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী।

৭.৮ বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ বৃদ্ধি

সামাজিক মিডিয়া মুসলিম সমাজে মতবিরোধ ও বিভ্রান্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক: ফুররী মাসআলা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক, একে অপরকে কাফির-মুশরিক বলার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

মাযহাবী সংকীর্ণতা: বিভিন্ন মাযহাব বা মতাদর্শের অনুসারীরা পরস্পরকে আক্রমণ করছে, যা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নষ্ট করছে।

বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নোত্তর: অনলাইনে যে কেউ প্রশ্ন করছে, যে কেউ উত্তর দিচ্ছে যার অনেক সময় সঠিক ভিত্তি নেই। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

গ্রুপিং ও গোত্রপ্রীতি: বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপ ও পেইজের অনুসারীরা নিজ নিজ গ্রুপকে সঠিক ও অন্যদের ভ্রান্ত মনে করে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

৭.৯ ব্যক্তিগত ইসলামী পরিচয়ে সংকট

সামাজিক মিডিয়া অনেক মুসলিমের ব্যক্তিগত ইসলামী পরিচয়ে সংকট তৈরি করছে।
শো-অফ সংস্কৃতি: ইবাদত-বন্দেগি, হজ্জ-ওমরা, দান-সদকা সবকিছুই এখন দেখানোর জন্য করা হচ্ছে। লাইক-কমেন্টের সংখ্যাই হয়ে উঠছে ইবাদতের মাপকাঠি।
রিয়ার (লোক দেখানো) প্রবণতা: আন্তরিকতার বদলে জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইবাদত করার প্রবণতা বাড়ছে। এটি ইখলাসের পরিপন্থী।
ভার্চুয়াল দ্বিচারিতা: অনলাইনে একজন অতি ধার্মিক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেও বাস্তব জীবনে তার আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন এ ধরনের দ্বিচারিতা দেখা যাচ্ছে।
পরিচয়ের টানাপোড়েন: একদিকে আধুনিক বিশ্বের সংস্কৃতি, অন্যদিকে ইসলামী মূল্যবোধ এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে তরুণ মুসলিমরা পরিচয় সংকটে ভুগছে।

৭.১০ ইবাদতের মান ও পবিত্রতায় ব্যাঘাত

সামাজিক মিডিয়া ইবাদতের গুণগত মান ও পবিত্রতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
মনোযোগের অভাব: নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো ইবাদতে বসেও সামাজিক মিডিয়ার নোটিফিকেশন বা আপডেটের দিকে মন চলে যায়। ইবাদতে একাগ্রতা নষ্ট হয়।
ইবাদতের সময় নষ্ট: ফেসবুক বা ইউটিউবে অহেতুক সময় নষ্ট করার কারণে ফরজ ইবাদতে অলসতা আসে। তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশতের নামাজ পড়ার সময় অনেকেই পান না।
অশ্লীলতার সংস্পর্শ: ইবাদতের জন্য উদ্যত হওয়ার আগেই সামাজিক মিডিয়ায় অশ্লীল বা অপ্রয়োজনীয় কন্টেন্ট দেখে মন দূষিত হয়ে যায়।
মসজিদের পবিত্রতা হানি: অনেক মসজিদে এখন নামাজের আগে-পরে মুসল্লিরা সামাজিক মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকে, যা মসজিদের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা নষ্ট করে।

৭.১১ নিষিদ্ধ বিষয়ের সহজলভ্যতা

সামাজিক মিডিয়ায় নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়গুলো সহজলভ্য হওয়ায় মুসলিমদের জন্য এটি একটি বড় ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গান-বাজনা ও অশ্লীল কন্টেন্ট: ইসলামে নিষিদ্ধ গান-বাজনা, অশ্লীল ছবি-ভিডিও সামাজিক মিডিয়ায় খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং শেয়ার করা হয়।

গীবত ও পরচর্চা: সেলিব্রিটি, আলেম-উলামা বা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে গীবত, পরচর্চা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছে সামাজিক মিডিয়া।

হারাম সম্পর্কের সুযোগ: ছেলে-মেয়ের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, ফ্লার্টিং ইত্যাদির জন্য সামাজিক মিডিয়া একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

মিথ্যা ও প্রতারণা: ভুয়া সংবাদ, প্রতারণামূলক অফার, মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজেও সামাজিক মিডিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত, আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।

(সূরা আল-মুমিনুন: ১-৩)

সামাজিক মিডিয়া অশ্লীলতাকে সহজলভ্য করে এই আয়াতের শিক্ষার পরিপন্থী পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

৭.১২ অনির্ভরযোগ্য তথ্য ও জাল হাদিসের বিস্তার

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী নামে অনির্ভরযোগ্য তথ্য ও জাল হাদিস ছড়িয়ে পড়ার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

জাল হাদিসের মহামারী: ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিনিয়ত অসংখ্য জাল ও দুর্বল হাদিস ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ উৎস যাচাই না করে সেগুলো শেয়ার করে দিচ্ছে।

বানোয়াট কাহিনী: সাহাবী, ওলী-আওলিয়া বা বড় আলেমদের নামে বানোয়াট কাহিনী ও ঘটনা ছড়ানো হচ্ছে, যা ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

ফটোশপ ও ভুয়া ছবি: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা ঘটনার নামে ভুয়া ছবি ও গ্রাফিক্স তৈরি করে ছড়ানো হচ্ছে।

তথ্য যাচাইয়ের অভাব: অধিকাংশ মানুষ কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই না করেই শেয়ার করে দেয়, যা ভুল তথ্যের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব: প্রচলিত বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ভুয়া ইসলামী তথ্য ছড়িয়ে মুসলিম তরুণদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি করা হচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০৭)

জাল হাদিস ছড়ানো রাসুল (সা.)-এর নামে মিথ্যা বলার সামিল। সামাজিক মিডিয়ায় এই গুরুতর অপরাধ ব্যাপক আকারে সংঘটিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদিস যাচাই পদ্ধতি

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদিস সংগ্রহের জন্য ১৬ বছর সফর করেন এবং ৬ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭,২৭৫টি হাদিস তার গ্রন্থে সংকলন করেন।

তিনি বাগদাদ, বসরা, কুফা, মিশর, হিজাজ, দামেস্ক, খোরাসান প্রভৃতি জ্ঞানকেন্দ্র সফর করেন। প্রতিটি হাদিস যাচাইয়ের জন্য তিনি বিশেষ শর্ত আরোপ করেন:

বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তি, বর্ণনাকারীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। এমনকি হাদিসের নির্ভুলতার জন্য তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়ে ইস্তেখারা করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এই কঠোর পদ্ধতি আমাদের ডিজিটাল দাওয়াহতে অনুসরণ করার জন্য শিক্ষা দেয়। তিনি ৬ লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র ৭ হাজার হাদিস গ্রহণ করেছিলেন। আজকের ডিজিটাল যুগে আমরা যাচাই ছাড়াই হাজার হাজার হাদিস ও ইসলামী তথ্য শেয়ার করি। আমাদেরও বুখারী (রহ.)-এর মতো কঠোর যাচাই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর হাদিস যাচাইয়ের প্রধান ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) গুণাবলী যাচাই:

ইমাম বুখারী কোনো হাদিস গ্রহণ করার আগে বর্ণনাকারীর মধ্যে প্রধানত দুটি বিষয় নিশ্চিত করতেন:

- **আদালত (নির্ভরযোগ্যতা):** বর্ণনাকারীকে অবশ্যই মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং পরহেজগার হতে হতো। কোনো মিথ্যাবাদী বা চারিত্রিক ত্রুটি আছে এমন ব্যক্তির হাদিস তিনি নিতেন না।
- **যাবত (স্মৃতিশক্তি):** বর্ণনাকারীর মুখস্থ শক্তি বা লিখে রাখার ক্ষমতা কতটা প্রখর ছিল তা যাচাই করতেন। বর্ণনাকারী যদি হাদিস বর্ণনায় ভুল করতেন, তবে তিনি তাঁর হাদিস গ্রহণ করতেন না।

২. সরাসরি সাক্ষাতের শর্ত:

এটি ছিল ইমাম বুখারীর পদ্ধতির সবচেয়ে কঠোর ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। অন্য অনেক মুহাদিস মনে করতেন যে, দুই জন বর্ণনাকারী যদি একই যুগের হন তবেই তাঁদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু ইমাম বুখারী শর্ত দিয়েছিলেন যে:

- বর্ণনাকারী এবং যাঁর কাছ থেকে তিনি হাদিস শুনছেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত একবার সরাসরি সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে হবে।

৩. সনদের ধারাবাহিকতা:

হাদিসের সনদ বা সূত্রটি রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত একদম নিরবিচ্ছিন্ন হতে হতো। মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়লে বা কারো পরিচয় অস্পষ্ট থাকলে সেই হাদিসকে তিনি 'সহীহ' হিসেবে গণ্য করতেন না।

৪. ইল্লত ও শাজ (ত্রুটি ও বৈসাদৃশ্য) মুক্ত হওয়া:

হাদিসটি বাহ্যিকভাবে সঠিক মনে হলে ও এর ভেতরে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে কি না তা তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করতেন। এছাড়া কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা যদি তার চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য অন্য কারো বর্ণনার বিপরীত হতো, তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

৫. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি (ইস্তিখারা): ইমাম বুখারী (রহ.) কেবল যুক্তিনির্ভর যাচাই পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি প্রতিটি হাদিস কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করার আগে গোসল করে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতাম এবং ইস্তিখারা (আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা) করতাম।" এই আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার পরই তিনি হাদিসটি কিতাবে লিখতেন।

- ❖ সামাজিক মাধ্যমে কোনো ইসলামি তথ্য প্রচার করার আগে আমাদেরও উচিত সেই তথ্যের উৎস (Source) এবং সত্যতা ইমাম বুখারীর মতো কঠোরভাবে যাচাই করা, যাতে কোনো ভুল বা জাল তথ্য ছড়িয়ে না পড়ে।

অধ্যায়-৮ - কালো মিডিয়ার আগ্রাসন

"কালো মিডিয়ার আগ্রাসন" একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। এখানে 'কালো মিডিয়া' বলতে সাধারণত ইসলামভীতি (Islamophobia), অপপ্রচার, এবং অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যাটফর্মগুলোকে বোঝানো হয়। এই অধ্যায়ে ইসলামী দাওয়াহর পথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব এবং ইসলামি মূল্যবোধের ওপর বৈশ্বিক অপশক্তির সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৮.১ কালো মিডিয়ার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ইসলামী দাওয়াহর প্রেক্ষাপটে 'কালো মিডিয়া' বলতে সেইসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা কন্টেন্টকে বোঝানো হয় যা সচেতনভাবে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়, ঘৃণা ছড়ায় (Hate speech), যারা সত্য গোপন, মিথ্যা প্রচার, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, এবং নৈতিক অধঃপতনকে উৎসাহিত করে এবং মুসলিম যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। এর স্বরূপ হলো:

- তথ্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন।
- গুজব ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার।
- সমাজের কুসংস্কার ও হিংসা-বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া।
- ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পরিহাস।

৮.২ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নৈতিক অবক্ষয়

কালো মিডিয়া সংস্কৃতিতে আগ্রাসন চালায় পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল সঙ্গীত, মাদক ও ফ্যাশনের নামে বেহায়াপনার প্রচার করে। ফলে:

- পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।
- ইবাদত ও নৈতিকতা থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।
- যুবসমাজ বিপথগামী হয়।
- লজ্জা-হায়া নামক গুণটি বিলুপ্তির পথে।

৮.৩ নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের উত্থান

সামাজিক মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন গ্রুপ ও পেজের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ঈমানি বিষয়ে সংশয় (Doubts) তৈরি করা হয়। যুক্তির নামে বিকৃত দর্শন প্রচার করে তরুণদের ধর্মবিমুখ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কালো মিডিয়ার অন্যতম লক্ষ্য হলো ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করা। তারা:

- বিজ্ঞানের নামে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।
- কুরআন ও হাদীসের প্রতি সন্দেহের বিষ ছড়ায়।
- বিবর্তনবাদ ও ধর্মবিরোধী দর্শনকে গুরুত্ব দেয়।
- যুক্তির নামে সংশয় সৃষ্টি করে, যা শেষ পর্যন্ত নাস্তিক্যে পৌঁছে।

৮.৪ ফেক নিউজ ও বিভ্রান্তি

ইসলামী স্কলারদের নামে মিথ্যা উক্তি প্রচার করা বা কোনো বিশেষ ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য এবং দাঙ্গা সৃষ্টি করা এই কালো মিডিয়ার অন্যতম হাতিয়ার। মিথ্যা সংবাদ (Fake News) কালো মিডিয়ার প্রধান অস্ত্র। এর মাধ্যমে:

- ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয়।
- ভুয়া হাদীস ও কুরআনের ভুল তাফসীর প্রচার হয়।
- সামাজিকভাবে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
- মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে ভুলে যায়।

৮.৫ উত্তরণের উপায় ও দাওয়াহ কৌশল

কালো মিডিয়ার এই আত্মসন মোকাবিলায় কেবল অভিযোগ করলেই চলবে না, বরং প্রয়োজন শক্তিশালী Counter-Dawah বা পাল্টা দাওয়াহ কার্যক্রম।

- মিডিয়া লিটারেসি: সাধারণ মানুষকে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার শিক্ষা প্রদান করা।

- **মানসম্মত কন্টেন্ট নির্মাণ:** কালো মিডিয়ার চটকদার উপস্থাপনার বিপরীতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।
- **সাইবার নজরদারি:** ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী কন্টেন্টগুলো আইনগতভাবে মোকাবিলা করা।

৮.৬ কালো মিডিয়ার আগ্রাসনের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক উদাহরণ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী প্রচারণার বিরুদ্ধে "কালো মিডিয়া" বা অপশক্তির আগ্রাসন বোঝার জন্য সাম্প্রতিক কিছু বৈশ্বিক উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইউরোপে উগ্র-ডানপন্থীদের 'গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট' থিওরি

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে (যেমন: ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে উগ্র-ডানপন্থীরা প্রচার করে যে, মুসলিমরা অভিবাসনের মাধ্যমে স্থানীয়দের সরিয়ে দিচ্ছে।

- **প্রভাব:** ফেসবুক ও এক্স (টুইটার) ব্যবহার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হয়, যার ফলে মসজিদের ওপর হামলা ও হিজাব পরিহিত নারীদের হেনস্থা করার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. ভারতে 'লাভ জিহাদ' ও 'ল্যান্ড জিহাদ' প্রোপাগান্ডা

ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে 'লাভ জিহাদ' বা 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর মতো ভিত্তিহীন পরিভাষা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

- **কালো মিডিয়ার কৌশল:** সুপারিকল্পিতভাবে এডিট করা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয় যে, মুসলিমরা একটি বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্ক ও অবিশ্বাস তৈরি করেছে।

৩. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত ও অ্যালগরিদমিক সেন্সরশিপ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজা বা ফিলিস্তিন ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ধরনের 'ডিজিটাল ব্ল্যাকআউট' লক্ষ্য করা গেছে।

- **অ্যালগরিদম নিয়ন্ত্রণ:** ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে 'ইসলামী প্রতিরোধ' বা ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতনের ছবি পোস্ট করলে সেটি রিচ কমিয়ে দেওয়া বা আইডি রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হয়। একে বলা হয় **Shadow Banning**। এটি কালো মিডিয়ার একটি আধুনিক রূপ যেখানে সত্যকে লুকিয়ে রাখা হয়।

৪. ফ্রান্সে হিজাব ও সেকুলারিজম বিতর্ক

ফ্রান্সে হিজাব ও সেকুলারিজম বিতর্ক মূলত দেশটির কঠোর ধর্মনিরপেক্ষ নীতি এবং মুসলিম নারীদের ধর্মীয় পোশাকের সাংঘর্ষিক অবস্থান থেকে তৈরি। ফ্রান্সের মূলধারার মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা ইসলামকে 'প্রজাতন্ত্রের শত্রু' হিসেবে তুলে ধরে।

- **আগ্রাসন:** বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন এবং বিতর্কিত আর্টিকেলের মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিত্বদের অবমাননা করা হয়, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল করে মুসলিম তরুণদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়।

৫. নাস্তিক্যবাদী বট (Bot) নেটওয়ার্ক

আরব দেশগুলো এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সামাজিক মাধ্যমে প্রচুর ভুয়া বা বট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়।

- **কৌশল:** এই অ্যাকাউন্টগুলো ইসলামী পোস্টের নিচে গিয়ে কোরআন-হাদিস নিয়ে অবাস্তব প্রশ্ন তোলে বা উপহাসমূলক মন্তব্য করে। এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মুসলিমদের মনে সংশয় তৈরি করা এবং ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়া।

৮.৭ কালো মিডিয়ার আগ্রাসনের ভয়াবহতা

- **ইসলামোফোবিক কন্টেন্টের বিস্তার:** একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল X (সাবেক টুইটার)-এই প্রতি বছর লাখ লাখ ইসলামোফোবিক পোস্ট করা হয়। এর মধ্যে বড় একটি অংশ আসে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে। আপনার থিসিসে উল্লেখ করতে পারেন যে, ডিজিটাল অ্যালগরিদম

অনেক সময় নেতিবাচক কন্টেন্টকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয় (Viral), যা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরিতে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে।

- **Shadow Banning (অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা):** ২০২১ এবং ২০২৩ সালের গাজা সংকটের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, ইসলামী পরিভাষা (যেমন: শাহাদাত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) বা ফিলিস্তিনের সমর্থনে করা পোস্টগুলোর 'রিচ' কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি কালো মিডিয়ার একটি প্রযুক্তিগত আগ্রাসন, যেখানে সত্য প্রচারকে কৌশলে থামিয়ে দেওয়া হয়।
- **Deepfake ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):** বর্তমানে AI ব্যবহার করে ইসলামী স্কলারদের বিকৃত ভিডিও বা অডিও তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তাদের মুখ দিয়ে ভুল ফতোয়া বা বিতর্কিত কথা বলানো যায়। এটি উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর একটি নতুন এবং ভয়াবহ মাধ্যম।

৮.৮ কালো মিডিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় ইসলামী দিকনির্দেশনা

১. তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব

কালো মিডিয়ার প্রধান হাতিয়ার হলো মিথ্যা সংবাদ বা বিকৃত তথ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“হে মু’মিনগণ! কোন পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে লও, তা না হলে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে, অতঃপর তোমরা যা করেছ সেজন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।”

— (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬)

থিসিসে প্রয়োগ: এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সামাজিক মাধ্যমে কোনো তথ্য দেখলেই তা বিশ্বাস করা বা শেয়ার করা ইসলাম সম্মত নয়।

২. ইসলাম সম্পর্কে উপহাস ও অপপ্রচার

কালো মিডিয়া প্রায়ই ইসলাম ও রাসূল (সা.)-কে নিয়ে উপহাস করে। কুরআন মাজিদের এই আয়াতটি সে সময়কার প্রেক্ষাপটে যেমন সত্য ছিল, বর্তমান ডিজিটাল যুগেও তেমনি প্রাসঙ্গিক:

وَاضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِينًا

“তারা যা বলে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর আর ভদ্রতার সঙ্গে তাদেরকে পরিহার করে চলো।”

— (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ১০)

থিসিসে প্রয়োগ: মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা দেখে বিচলিত না হয়ে ধীরস্থিরভাবে ও কৌশলগত ভাবে দাওয়াহ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব এখানে ফুটে ওঠে।

৩. জিহ্বা বা কলমের (বর্তমান যুগে কী-বোর্ড) অপব্যবহার

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিথ্যার বিস্তার ও অপপ্রচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। একটি হাদিসে এসেছে:

"ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না করে) তাই বর্ণনা করে।"

— (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৫)

থিসিসে প্রয়োগ: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে না বুঝে 'শেয়ার' বা 'রিপোস্ট' করা কীভাবে একজন মানুষকে মিথ্যার অংশীদার করে তোলে, তা এই হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

৪. অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির প্রসার

কালো মিডিয়া অশ্লীলতাকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"

— (সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৯)

থিসিসে প্রয়োগ: সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম যেভাবে নগ্নতা বা অনৈতিক কন্টেন্ট প্রমোট করে, তার বিরুদ্ধে এটি একটি শক্তিশালী সতর্কবার্তা।

৫. দাওয়াহর কৌশল: হিকমত ও সুন্দর উপদেশ

কালো মিডিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় আমাদের করণীয় কী? আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْبُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি তোমার রবের পথে দাওয়াত দাও হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।"

— (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)

ঐতিহাসিক ঘটনা

ইফকের ঘটনা (মিথ্যে অপবাদ)

ইসলামের ইতিহাসে 'ইফকের ঘটনা' (মিথ্যে অপবাদ) একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং শিক্ষণীয় ঘটনা। এটি মূলত মুমিনদের চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের চালানো একটি ভয়াবহ অপপ্রচার ছিল। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো:

১. প্রেক্ষাপট: ষষ্ঠ হিজরিতে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এই সফরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) ছিলেন।

যাত্রাপথে কাফেলা এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দেয়। আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তাবু থেকে বের হন। ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলার হারটি হারিয়ে গেছে। তিনি পুনরায় হারটি খুঁজতে বের হন।

২. কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া: তিনি হার খুঁজে ফিরে আসার আগেই কাফেলা রওনা হয়ে যায়। আয়েশা (রা.) পর্দার কারণে উটের হাওদায় (বসার আসন) থাকতেন, তাই সাহাবীরা ভেবেছিলেন তিনি ভেতরেই আছেন। আয়েশা (রা.) ফিরে এসে কাউকে না পেয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সকালে সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.), যাঁর দায়িত্ব ছিল কাফেলার পেছনে পড়ে থাকা জিনিসপত্র খুঁজে আনা, তিনি আয়েশা (রা.)-কে দেখে চিনতে পারেন এবং নিজের উটে করে তাঁকে মদিনায় পৌঁছে দেন।

৩. অপবাদ ও মুনাফিকদের চক্রান্ত: মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই সাধারণ ঘটনাটিকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। সে আয়েশা (রা.) এবং সাফওয়ান (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে অত্যন্ত জঘন্য এক মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়। মদিনার ঘরে

ঘরে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যা রাসুল (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর পরিবারকে চরম মানসিক কষ্টে ফেলে দেয়। এমনকি কিছু সাধারণ মুসলমানও না বুঝে এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।

৪. ওহী নাযিল ও পবিত্রতা ঘোষণা: প্রায় এক মাস পর্যন্ত কোনো ওহী না আসায় এক সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ১১-২০ নম্বর আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ স্পষ্টভাবে আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং যারা এই অপবাদে লিপ্ত ছিল তাদের কঠোর শাস্তির কথা জানান।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা (খিসিসের জন্য প্রাসঙ্গিক):

- **তথ্যের সত্যতা যাচাই:** কোনো তথ্য পেলেই তা বিশ্বাস না করে অবশ্যই যাচাই (তাবাইয়ুন) করতে হবে।
- **গুজব প্রতিরোধ:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো সেনসিটিভ তথ্য যাচাই ছাড়া শেয়ার করা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, এই ঘটনা তার জলন্ত প্রমাণ।
- **নেতিবাচক প্রচারণার মোকাবিলা:** ইসলামবিরোধী শক্তি যুগে যুগে 'কালো মিডিয়া' বা অপপ্রচার ব্যবহার করেছে, যার মোকাবিলা করতে হবে ধৈর্য ও সত্যের মাধ্যমে।

অধ্যায়-৯ - ফতোয়া এবং ধর্মীয় পরামর্শ

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলামী প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং ফতোয়া প্রদান। বর্তমান ডিজিটাল যুগে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান অনলাইনে খুঁজে পায়। ফলে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপসহ নানা প্ল্যাটফর্মে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর ও ফতোয়ার একটি বড় বাজার তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টির রয়েছে গভীর ও দায়িত্বশীলতা। এই অধ্যায়ে ফতোয়ার মৌলিক ধারণা, এর গুরুত্ব, মুফতির গুণাবলী, ফতোয়া জিজ্ঞেস করার আদব এবং সামাজিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টির বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৯.১ ফতোয়া কী

ফতোয়া (فتوى) একটি আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কঠিন বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান দেওয়া বা প্রশ্নের জবাব দেওয়া। পারিভাষিক অর্থে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জিজ্ঞাসার জবাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করাকে ফতোয়া বলে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَظْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

”আর তারা তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দেন।”

— (সূরা আন-নিসা: ১২৭)

এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা নিচের উল্লেখ করা হলো:

ইস্তিফতা (استفتاء): কোনো বিষয়ে ফতোয়া বা শরীয়তের বিধান জানতে চাওয়া।

মুস্তাফতি (مستفتي): ফতোয়া প্রার্থী বা প্রশ্নকারী ব্যক্তি।

মুফতি (مفتي): ফতোয়া দানকারী, যিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও শরীয়তের বিধান বর্ণনায় বিশেষজ্ঞ।

ইফতা (إفتاء): মুফতির ফতোয়া প্রদানের কাজ।

দারুল ইফতা : যে প্রতিষ্ঠান ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করে।

ফতোয়া এবং বিচারকের রায়ের মধ্যে পার্থক্য হলো- বিচারকের রায় বাধ্যতামূলক এবং বলপ্রয়োগযোগ্য, আর ফতোয়া হলো মতামত, যা গ্রহণ বা বর্জনের সুযোগ থাকে।

৯.২ ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কয়েকটি দিক থেকে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা যায়:

ধর্মীয় দায়িত্ব পালন: মুসলমান হিসেবে জীবন চলার পথে নিত্যনতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হওয়ায় এর প্রতিটি বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। ফতোয়া সেই নির্দেশনা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

তোমার যদি জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও।

(সূরা নাহল: ৪৩, সূরা আশ্বিয়া: ০৭)

এই আয়াতের ভিত্তিতেই ফতোয়া প্রার্থনার বিধান প্রতিষ্ঠিত।

শরিয়তের প্রয়োগ: ফতোয়ার মাধ্যমে ইসলামী আইন বাস্তব জীবনে প্রয়োগের পথ খুলে যায়। এটি শরিয়তকে একটি জীবন্ত ও গতিশীল ব্যবস্থায় পরিণত করে।

সমস্যার সমাধান: ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের নানা জটিল সমস্যার সমাধান ফতোয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়। বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বিষয়েই ফতোয়ার প্রয়োজন হয়।

নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে নতুন নতুন মাসআলা সৃষ্টি হয় (যেমন: ইন ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন, ক্রিপ্টোকোরেন্সি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন)। ফতোয়ার মাধ্যমে এসব বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা দেওয়া হয়।

বিভ্রান্তি দূরীকরণ: ধর্মীয় বিষয়ে নানা মতবাদ ও বিভ্রান্তির যুগে সঠিক ফতোয়া মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং বিভ্রান্তি দূর করে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।"

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭১)

এই হাদিসটি ফিকহ ও ফতোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

৯.৩ মুফতির গুণাবলী ও ফতোয়ার শর্তাবলী

ফতোয়া একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল কাজ। তাই মুফতি বা ফতোয়া দাতার মধ্যে কিছু গুণাবলী ও শর্তাবলী থাকা আবশ্যিক। ইসলামী আইনবিদরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুফতির গুণাবলী:

- **ইলম (জ্ঞান):** মুফতিকে অবশ্যই কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, উসুলুল ফিকহ, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন: "কেউ ফিকহের জ্ঞান অর্জন না করে ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয়।"

- **তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতা:** মুফতি হতে হবে আল্লাহ ভীরু, সৎচরিত্রের অধিকারী এবং দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ফতোয়া দেবেন, লোক দেখানো বা স্বার্থের জন্য নয়।
- **বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা:** কেবল বইয়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। মুফতিকে বাস্তব জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়।
- **আমানতদারি:** মুফতি তার জ্ঞান ও দায়িত্বের প্রতি আমানতদার হতে হবে। কোনো চাপ বা প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে সঠিক ফতোয়া দিতে হবে।
- **নম্রতা ও বিনয়:** অহংকারমুক্ত হয়ে, সাধারণ মানুষের কথা ধৈর্য ধরে শুনে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় ফতোয়া দিতে হবে।

ফতোয়ার শর্তাবলী:

- **প্রমাণভিত্তিক হওয়া:** প্রতিটি ফতোয়া কুরআন, হাদিস, ইজমা বা কিয়াসের নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।
- **প্রেক্ষাপট বিবেচনা:** সময়, স্থান, পরিস্থিতি ও ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করে ফতোয়া দিতে হবে। একই মাসআলা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন রূপ নিতে পারে।
- **মাযহাবের অনুসরণ:** নির্ভরযোগ্য মুফতিরা সাধারণত কোনো স্বীকৃত মাযহাবের অনুসরণে ফতোয়া দেন। তবে প্রয়োজনবোধে অন্য মাযহাবের মতামত গ্রহণ করাও জায়েয।
- **সতর্কতা:** ফতোয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন জিজ্ঞাসার কথা স্মরণ রাখা।

৯.৪ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার আদব ও নিয়মাবলি

যেভাবে ফতোয়া দেওয়ার আদব আছে, তেমনি ফতোয়া জিজ্ঞেস করারও কিছু আদব ও নিয়ম রয়েছে। প্রশ্নকর্তা (মুস্তাফতি) যদি এগুলো মেনে চলে, তবে ফতোয়ার ফলাফল অধিক কার্যকর হয়।

১. নিয়ত শুদ্ধ করা: প্রশ্ন করার সময় নিয়ত হতে হবে বিশুদ্ধ শুধু সঠিক জ্ঞান লাভ ও আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার ইচ্ছা।

২. সঠিক প্রশ্ন করা: প্রশ্নটি স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। অস্পষ্ট প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

৩. নির্ভরযোগ্য মুফতি নির্বাচন: ফতোয়া জিজ্ঞেসের জন্য নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানী ও খোদাভীরু মুফতি নির্বাচন করতে হবে। যেকোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন না করা।

৪. বিনয় ও নম্রতা: প্রশ্ন করার সময় বিনয়ী ও নম্র আচরণ করতে হবে। নিজের জ্ঞান নিয়ে অহংকার না করা।

৫. সমস্ত তথ্য দেওয়া: প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য নির্ভয়ে ও সঠিকভাবে মুফতির কাছে উপস্থাপন করতে হবে। কোনো তথ্য গোপন করা উচিত নয়।

৬. ধৈর্য ধরা: উত্তরের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে এবং বারবার তাড়া না দেওয়া। মুফতি যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করে উত্তর দিতে পারেন।

৭. গ্রহণ করার মানসিকতা: ফতোয়া পাওয়ার পর তা যদি নিজের ইচ্ছার অনুকূলে না-ও হয়, তবুও তা বিনয়ের সাথে গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে।

৮. একাধিক মতামত না নেওয়া: একই মাসআলায় একাধিক মুফতির কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা এবং নিজের সুবিধামতোটি গ্রহণ করা অনুচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَاءَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।

— (সূরা আন-নাহল: ৪৩)

৯.৫ ধর্মীয় পরামর্শ এবং ফতোয়া

সামাজিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় পরামর্শ ও ফতোয়ার মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা জরুরি। অনেক সময় সাধারণ ধর্মীয় পরামর্শকে ফতোয়া বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, আবার অনেক সময় ফতোয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকা ভাবে পরামর্শ আকারে উপস্থাপন করা হয়।

ধর্মীয় পরামর্শ (নাসিহা):

- এটি সাধারণত সাধারণ বিষয়ে দেওয়া মতামত বা উপদেশ।
- এর জন্য মুফতি হওয়ার প্রয়োজন নেই; সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও দিতে পারেন।
- এটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র, ইবাদত ইত্যাদি নিয়ে হতে পারে।
- এতে ভুল হলে দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

ফতোয়া:

- এটি আইনগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেওয়া শরয়ী নির্দেশনা।
- এর জন্য মুফতির যোগ্যতা অপরিহার্য।
- এটি হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়।

- এতে ভুল হলে দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর।

সামাজিক মিডিয়ার প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে সামাজিক মিডিয়ায় এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা প্রায় মুছে গেছে। যার যা ইচ্ছা, তাই ফতোয়ার নামে পোস্ট দিচ্ছেন। ফলে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে:

১. অযোগ্যের ফতোয়া: ইসলামী জ্ঞানে গভীরতা নেই এমন ব্যক্তির ফতোয়া দিয়ে বসেছেন। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে।
২. হালকা ফতোয়া: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিয়ে হালকাভাবে মন্তব্য করা হচ্ছে, যা ফতোয়ার মর্যাদা হানি করছে।
৩. প্রসঙ্গহীন ফতোয়া: প্রশ্নকর্তার অবস্থা, সময় ও প্রেক্ষাপট না জেনেই সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে।
৪. মতবিরোধ সৃষ্টি: বিভিন্ন গ্রুপের অননুমোদিত ফতোয়া নিয়ে মতবিরোধ ও বিভ্রান্তি বাড়ছে।

এমতাবস্থায়, সামাজিক মিডিয়ায় ধর্মীয় পরামর্শ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলা জরুরি:

- সাধারণ ধর্মীয় পরামর্শের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির এগিয়ে আসতে পারেন, তবে ফতোয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুফতিদেরই উত্তর দিতে হবে।
- ফতোয়ার পোস্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে এটি কার ফতোয়া, কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এবং কোন প্রেক্ষাপটে।
- প্রশ্ন কর্তাদের উচিত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ফতোয়া নেওয়া এবং ভুয়া ফতোয়া কারীদের থেকে সতর্ক থাকা।
- প্রতিষ্ঠিত আলেম ও ফতোয়া বোর্ডের অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে উৎসাহিত করা এবং ব্যক্তিগত পেইজের অনুমোদন করা হয়নি এমন ফতোয়া এড়িয়ে চলা।

অধ্যায়-১০ - ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

ডিজিটাল মাধ্যম, বিশেষ করে সামাজিক মিডিয়া, ইসলাম প্রচারের জন্য একটি অন্যতম যন্ত্রের মতো— একদিকে যেমন রয়েছে অভাবনীয় সম্ভাবনা, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে গভীর চ্যালেঞ্জ। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা সামাজিক মিডিয়ার সুফল-সীমাবদ্ধতা, আদব-শিষ্টাচার, ফতোয়া ও ধর্মীয় পরামর্শের দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে সেই আলোচনার ভিত্তিতে ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সামগ্রিক চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশিকা প্রস্তাব করা হবে।

১০.১ চ্যালেঞ্জসমূহ

ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের পথে বেশ কিছু জটিল চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যেমন:

- কর্তৃত্ব ও প্রামাণিকতার সংকট
- মতবিরোধ ও বিভক্তি বৃদ্ধি
- ব্যক্তিগত ইবাদত ও নৈতিকতার ওপর প্রভাব
- মুসলিম পরিচয়ের ওপর আঘাত

১০.২ কর্তৃত্ব ও প্রামাণিকতার সংকট

ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কর্তৃত্ব ও প্রামাণিকতার সংকট।

অননুমোদিত আলেম সৃষ্টি: সামাজিক মিডিয়ায় এমন অনেক ব্যক্তি আলেম বা দাঈ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন, যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা নেই। তারা অল্প জ্ঞান নিয়েই ফতোয়া দিচ্ছেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

প্রামাণিকতার (Authenticity) অভাব: অধিকাংশ কন্টেন্টের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস বা তথ্যসূত্র থাকে না। যা খুশি তাই পোস্ট করা হয়, যা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলেও তার প্রভাব থেকে যায়।

মূলধারার আলেমদের উপস্থিতির অভাব: অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বীকৃত আলেমরা ডিজিটাল মাধ্যমে সক্রিয় নন। ফলে অপপ্রচার কারীরা এই শূন্যস্থান পূরণ করে নেয়।

বিশ্বাসের সংকট: সাধারণ মানুষের জন্য কে সঠিক আলেম আর কে ভুয়া তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে অনেকেই ধর্মীয় বিষয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

১০.৩ মুসলিম পরিচয়ের ওপর আঘাত

ডিজিটাল মাধ্যম তরুণ মুসলিমদের পরিচয় সংকট তৈরি করছে।

দ্বৈত পরিচয়ের চাপ: একদিকে আধুনিক বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, অন্যদিকে ইসলামী মূল্যবোধ—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে তরুণরা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব: পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পুনরাবৃত্তি মুসলিম তরুণদের আত্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে।

চরমপন্থার টান: কিছু তরুণ ইসলামের নামে চরমপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আবার কেউ কেউ ইসলাম থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে।

মূল্যবোধের সংঘাত: ইসলামী মূল্যবোধ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচলিত পশ্চিমা মূল্যবোধের মধ্যে সংঘাত তরুণ মুসলিমদের মনে দ্বন্দ্ব তৈরি করছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা ১

আন্দালুসের জ্ঞানচর্চা ও ধ্বংস (চ্যালেঞ্জ)

আন্দালুস (স্পেন) প্রায় ৮০০ বছর ইসলামী শাসনাধীনে ছিল। কর্ডোবা, গ্রানাডা, সেভিলে বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতরা এখানে জ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিভক্তি ও শাসকদের দুর্বলতার কারণে আন্দালুসের পতন ঘটে।

পতনের পর লক্ষ লক্ষ ইসলামী গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয় বা ধ্বংস করা হয়।

আন্দালুসের ইতিহাস আমাদের একটি ভয়ংকর সত্য স্মরণ করিয়ে দেয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ যেমন সম্ভব, তেমনি তা ধ্বংসও হতে পারে। ডিজিটাল মাধ্যম আজ

আমাদের হাতে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার দিয়েছে। যদি আমরা এর সঠিক ব্যবহার না করি, বিভ্রান্তি ও মতবিরোধে লিপ্ত হই, তবে এই জ্ঞানভাণ্ডারও একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

১০.৪ সম্ভাবনা সমূহ

চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক, ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সম্ভাবনা তার চেয়েও বিশাল। যেমন:

- জ্ঞান ও শিক্ষার বৈশ্বিক প্রসার
- বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সংযোগ স্থাপন
- নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো
- শিক্ষার নতুন পদ্ধতি

১০.৫ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো

ডিজিটাল মাধ্যম নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।

তরুণদের ভাষা: ডিজিটাল মাধ্যম তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে সহজ ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। তারা এখানেই সময় কাটায়, এখানেই তথ্য খোঁজে।

আকর্ষণীয় কন্টেন্ট: ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক্স, শর্ট ক্লিপ, এসব তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম।

ইন্টারেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম: তরুণরা শুধু নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়, তারা প্রশ্ন করতে পারে, মতামত দিতে পারে, আলোচনায় অংশ নিতে পারে।

রোল মডেল তৈরি: তরুণ দাঁড়া তাদের সমবয়সীদের কাছে আর ও গ্রহণযোগ্য। ডিজিটাল মাধ্যমে তারা রোল মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

১০.৬ শিক্ষার নতুন পদ্ধতি

ডিজিটাল মাধ্যম ইসলামী শিক্ষার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি ও পন্থা উন্মোচিত করেছে।

অনলাইন ক্লাস: বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের ক্লাস ঘরে বসেই শোনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। জুম, গুগল মিট, ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: কুরআন অ্যাপ, হাদিস অ্যাপ, নামাজ শেখার অ্যাপ—অগণিত অ্যাপ ইসলামী শিক্ষাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে।

পডকাস্ট: চলাফেরার সময়, গাড়ি চালানোর সময় পডকাস্ট শোনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের নতুন দিগন্ত খুলেছে।

গ্যামিফিকেশন: কুইজ, প্রতিযোগিতা, পুরস্কারের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও মজার করে তোলা হচ্ছে।

ভিডুয়াল লার্নিং: ইনফোগ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন, শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে জটিল বিষয় সহজে বোঝানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

১০.৭ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ

ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ ও সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. কর্তৃত্ব ও প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা:

১. স্বীকৃত আলেমদের সক্রিয় অংশগ্রহণ: প্রতিষ্ঠিত আলেম ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত ডিজিটাল মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং নির্ভরযোগ্য কন্টেন্ট তৈরি করা।

২. ভেরিফিকেশন সিস্টেম: সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সমন্বয় করে স্বীকৃত আলেম ও ইসলামী সংগঠনগুলোর জন্য ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা জোরদার করা।

৩. কন্টেন্ট রিভিউ বোর্ড: ইসলামী কন্টেন্ট যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি রিভিউ বোর্ড গঠন করা, যা ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট চিহ্নিত করতে পারে।

৪. তথ্যসূত্র বাধ্যতামূলক: ইসলামী পোস্ট ও কন্টেন্টে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র উল্লেখ বাধ্যতামূলক করার জন্য সচেতনতা তৈরি করা।

খ. মতবিরোধ ও বিভক্তি হ্রাস:

১. মৌলিক বিষয়ে ঐক্য: ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া এবং ফুরূয়ী মাসআলার বিতর্ক থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতা তৈরি করা।

২. ভদ্রতা ও শিষ্টাচার: মতবিরোধের সময়, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখা এবং পরস্পরকে সম্মান করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৩. ইজতেহাদের সীমা বোঝা: ইজতেহাদের ক্ষেত্র ও সীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বোঝানো এবং বিভিন্ন মতের বৈধতা স্বীকার করার মানসিকতা তৈরি করা।

গ. ইবাদত ও নৈতিকতা রক্ষা:

১. ডিজিটাল ডিটক্স: নিয়মিত ডিজিটাল ডিটক্সের অভ্যাস গড়ে তোলা নির্দিষ্ট সময় সামাজিক মিডিয়া থেকে দূরে থাকা।

২. ইবাদতের সময় সুরক্ষা: নামাজ, কুরআন তিলাওয়াতের সময় মোবাইল নীরব রাখা বা দূরে রাখার অভ্যাস করা।

৩. নিয়তের সংশোধন: ইবাদত পোস্ট করার আগে নিজের নিয়ত পরীক্ষা করা আল্লাহর সন্তুষ্টি নাকি মানুষের প্রশংসা?

৪. গঠনমূলক কন্টেন্ট: গীবত, পরচর্চা ও অশ্লীলতা পরিহার করে গঠনমূলক ও উপকারী কন্টেন্ট শেয়ার করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ঘ. মুসলিম পরিচয় শক্তিশালীকরণ:

১. ইতিবাচক কন্টেন্ট: ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে ইতিবাচক ও সঠিক তথ্য তুলে ধরে ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা করা।

২. রোল মডেল তৈরি: সফল মুসলিম ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, শিল্পীদের কাহিনী তুলে ধরে তরুণদের অনুপ্রাণিত করা।

৩. পরিচয়ের গর্ব: ইসলামী ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তরুণদের নিজেদের পরিচয়ে গর্ববোধ করতে সাহায্য করা।

৬. শিক্ষার নতুন পদ্ধতি কাজে লাগানো:

১. মানসম্পন্ন কন্টেন্ট তৈরি: পেশাদার মানের, গবেষণাভিত্তিক ও আকর্ষণীয় ইসলামী কন্টেন্ট তৈরি করা।

২. স্থানীয় ভাষায় কন্টেন্ট: আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষায় ইসলামী কন্টেন্ট তৈরি করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো।

৩. তরুণদের সম্পৃক্তকরণ: তরুণদের কন্টেন্ট তৈরির কাজে সম্পৃক্ত করা, কারণ তারা তাদের সমবয়সীদের চাহিদা ও রুচি ভালো বোঝে।

৪. সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং: ইসলামী কন্টেন্ট প্রচারের জন্য আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করা।

ঐতিহাসিক ঘটনা ২

বাইতুল হিকমার জ্ঞানচর্চা (সম্ভাবনা)

আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর পুত্র মামুন বাগদাদে 'বাইতুল হিকমা' (জ্ঞানাগার) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। গ্রিক, পারস্য, ভারতীয় জ্ঞানকে আরবিতে অনুবাদের জন্য বিশাল প্রকল্প নেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন সব শাস্ত্রের চর্চা হতো। এখান থেকে ইউরোপ রেনেসাঁর পথ পায়।

বাইতুল হিকমা ছিল ডিজিটাল দাওয়াহর একটি ঐতিহাসিক মডেল। সেখানে যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান এক ছাতার নিচে আনা হয়েছিল, তেমনি ডিজিটাল মাধ্যমেও আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রের ইসলামী জ্ঞান এক প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করতে পারি। বাইতুল হিকমায় যেমন জ্ঞানের অনুবাদ ও প্রচার হতো, ডিজিটাল মাধ্যমেও আমাদের জ্ঞানের অনুবাদ ও প্রচারের কাজ করতে হবে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি সব ভাষায়।

বাইতুল হিকমার উৎপত্তি

খলিফা হারুন আল-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্বকালে বাইতুল হিকমার জ্ঞানগৃহের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়, তবে এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়কাল ছিল তার পুত্র খলিফা মা'মুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামলে। পূর্ববর্তী কিছু আব্বাসী খলিফা পাণ্ডিত্য এবং অনুবাদ কার্যকলাপকেও উৎসাহিত করেছিলেন, তবে আব্বাসীদের মাধ্যমেই এই ধরনের কার্যকলাপ পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সফল আব্বাসীরা পারস্যের প্রশাসনিক ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং জ্ঞানভিত্তিক কার্যকলাপে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আল-মনসুরের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী শহর বাগদাদ ছিল জ্ঞানের এই সম্পূর্ণ বিকশিত করণের জন্য উপযুক্ত স্থান। পারস্য, ভারতীয়, গ্রীক এবং নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন পটভূমির পণ্ডিতরা আব্বাসী দরবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যারা পাণ্ডিত্যের বহুসংস্কৃতির সংস্কৃতি প্রচার করেছিলেন। এর সম্প্রসারণের সাথে সাথে, সাম্রাজ্য প্রাচীন বিশ্বের জ্ঞান-ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে হেলেনিস্টিক, পারস্য এবং ভারতীয় চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল সম্পদের সম্পদ দেখে, আব্বাসীয়রা অনুবাদের একটি বিশাল আন্দোলন শুরু করে, যার কেন্দ্র ছিল বাইতুল হিকমাহ।

অধ্যায় -১১ - সারাংশ ও উপসংহার

১১.১ সারাংশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং এর প্রচার (দাওয়াহ) প্রতিটি মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় বিপ্লব ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম’ বা সোশ্যাল মিডিয়াকে ইসলামী দাওয়াহর একটি অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে ইসলামী প্রচারের সুফল ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর দাওয়াহ কাঠামো প্রণয়নের পথ নির্দেশ করা।

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে বিষয়ের পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী দাওয়াহর ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রচলিত দাওয়াহ ও ডিজিটাল দাওয়াহের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ডিজিটাল দাওয়াহর নীতিমালা ও সামাজিক মিডিয়ায় প্রচারের আদব (একনিষ্ঠতা, ন্যায়বিচার, সুন্দর ভাষা, অহংকার পরিহার ইত্যাদি) বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সামাজিক মিডিয়ায় বার্তালাপের শিষ্টাচার যেমন—উপযুক্ত সময় নির্বাচন, গোপনীয়তা রক্ষা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, গীবত ও সাইবার বুলিং থেকে বাঁচা—সেসব দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ডিজিটাল দাওয়াহর কুরআন ও হাদিসভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করা হয় এবং সাহাবা ও নবী করীম (সা.)-এর অনুশীলনের আলোকে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামী অনুশীলন ও পরিচয়ে সামাজিক মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাব (জ্ঞানের সহজলভ্যতা, ভার্চুয়াল উম্মাহ, ইসলামোফোবিয়া দূরীকরণ) এবং নেতিবাচক প্রভাব (জ্ঞানের অপপ্রয়োগ, বিভ্রান্তি, পরিচয় সংকট, জাল হাদিসের বিস্তার) উভয় দিকই বিশ্লেষিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ‘কালো মিডিয়ার আগ্রাসন’ শিরোনামে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিক, নৈতিক ও আদর্শিক যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মোকাবিলায় ইসলামী দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ফতোয়া ও ধর্মীয় পরামর্শের গুরুত্ব, মুফতির গুণাবলী ও অনলাইনে ফতোয়া প্রদানের শিষ্টাচার আলোচিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ডিজিটাল মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সামগ্রিক

চ্যালেঞ্জ (কর্তৃত্বের সংকট, মতবিরোধ) ও সম্ভাবনা (নতুন প্রজন্মে পৌঁছানো, শিক্ষার নতুন পদ্ধতি) চিহ্নিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, গবেষণাটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে, সামাজিক মিডিয়া ইসলামী দাওয়াহর জন্য একটি যুগান্তকারী অনুগ্রহ; কিন্তু এর সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞান, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও ইসলামী শিষ্টাচার মেনে চলা। প্রযুক্তি যেমন দ্রুত এগিয়েছে, তেমনি দাওয়াহর পদ্ধতিতে ও সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা জরুরি। তবে মাধ্যম যাই হোক না কেন, দাওয়াহর মূল চালিকাশক্তি থাকবে ‘হিকমাহ’ (প্রজ্ঞা) ও ‘মাওয়েজাতি হাসানাহ’ (সুন্দর উপদেশ)।

১১.২ উপসংহার

‘সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী প্রচার; সুফল ও সীমাবদ্ধতা’ শীর্ষক এই গবেষণায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সমূহ ইসলামী দাওয়াহর পরিধি ও গতিকে অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি করেছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রামের মতো মাধ্যমগুলো আজ আর শুধু বিনোদনের জায়গা নয়; বরং সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এগুলো বিশ্বব্যাপী ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন।

একদিকে, সামাজিক মিডিয়া জ্ঞানের সীমাহীন প্রসার ঘটিয়েছে, দূর-দূরান্তের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করেছে (ভার্চুয়াল উম্মাহ), তরুণ প্রজন্মকে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ইসলামোফোবিয়া দূরীকরণে ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত ও অনৈতিক ব্যবহারের ফলে বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার, জাল হাদিসের মহামারী, ব্যক্তিগত ইবাদতে রিয়া (লোক দেখানো), অহংকার, গীবত এবং কালো মিডিয়ার আগ্রাসনের মতো ভয়াবহ চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষণার প্রধান উপসংহার হলো—ডিজিটাল দাওয়াহ সফল হবে তখনই, যখন তা শরীয়াহর মূলনীতি ও নৈতিকতার বাঁধনে আবদ্ধ থাকবে। একজন ডিজিটাল দাঈর জন্য আরবি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন, ইমাম বুখারীর ন্যায় কঠোরভাবে তথ্য যাচাই, ইফকের ঘটনার মতো অপপ্রচার মোকাবিলায় ধৈর্য, এবং বাইতুল হিকমার জ্ঞানচর্চার আদলে সৃজনশীল কন্টেন্ট তৈরি করা জরুরি।

পরিশেষে, কালো মিডিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলায় একমাত্র পথ হচ্ছে ‘কাউন্টার দাওয়াহ’—অর্থাৎ মানসম্মত, আকর্ষণীয় ও প্রামাণ্য ইসলামী কন্টেন্ট তৈরি করে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়া। প্রযুক্তি যতই পরিবর্তন হোক, দাওয়াহর চিরন্তন সূত্র—‘হিকমত ও সুন্দর উপদেশ’—অপরিবর্তিত থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের হিদায়াতই যেন প্রতিটি ডিজিটাল প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হয়।

তথ্যসূত্র

1. ডিজিটাল দাওয়াহ: ইসলামী বার্তা প্রচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা - Islamonweb Bangla
2. ইসলামি অনুশীলন এবং পরিচয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব - Islamonweb Bangla
3. ইসলাম প্রচারে আধুনিক প্রযুক্তির নানা মাধ্যম - জগন্নাথপুর টুয়েন্টিফোর
4. আধুনিক যুগে দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি, নভেম্বর ২০১৯ - মাসিক আল-ইখলাছ
5. সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) | হাদিস: ৬০১১ | Sahih al-Bukhari, Hadith No. 6011
6. https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?pageNum_bookData=4&totalRows_bookData=41&book=174
7. <https://www.hadithbd.com/hadith/email/?id=62264>
8. <https://muslimbangla.com/rabi/5/%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BF>
9. (21:107) Al-Anbiya | (২১:১০৭) আল-আম্বিয়া-অনুবাদ/তাবসীর
10. সহীহ বুখারী - হাদীস ১০৭ (Sahih al-Bukhari - ১০৭) | iHadis.com

11. <https://www.bbc.com/bengali/articles/cxx1y3x64g7o>
12. <https://www.bbc.com/bengali/news-56054177>
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Love_jihad_conspiracy_theory
14. https://dailynayadiganta.com/opinions/sub-editorial/rXTLKNEBF0eI#goog_rewarded
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_scarf_controversy_in_France
16. <https://ihadis.com/muslim/hadith/5>
17. <https://bangla.islamonweb.net/Baitul-Hikmah:-The-Revolution-of-Knowledge-and-the-Underlying-Power-of-the-Islamic-Golden-Age>
18. [আল হাদিস \(Al Hadith\) - Read Hadith Online | iHadis.com](#)
19. <https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%87%E0%A6%AB%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%88%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-/152>